কাপেং বুলেটিন

জানুয়ারি - এপ্রিল ২০১৫ ■ সংখ্যা ০৫ ॥ ৪র্থ বর্ষ

কাপেং ফাউন্ডেশন-এর একটি প্রকাশনা

সম্পাদকীয়

এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৪ প্রকাশিত হয়েছে। এ রিপোর্টে আমরা গত বছরে আদিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের যতগুলো ঘটনা দেখতে পাই তাতে হতাশ না হয়ে পারা যায়না। শুধুমাত্র আদিবাসী নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার যে চিত্র গতবছর উঠে এসেছে তা ভয়াবহ। গত বছর আদিবাসী নারী ও শিশুদের উপর সহিংসতার মোট ৭৫টি ঘটনা ঘটেছে এবং এতে কমপক্ষে ১২২ জন আক্রান্ত হয়েছে। ২০১৩ সালে এই সংখ্যা ছিল মোট ৬৭ জন। এতে দেখা যায় ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে আদিবাসী নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতার মাত্রা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত কমপক্ষে ২৮ জন আদিবাসী নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার হয়েছে। ২০১৩ সালের ইউপিআর অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে নারীর প্রতি সহিংসতায় সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি মেনে চলবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারের সেইরকম কোন পদক্ষেপ নজরে পড়ছে না। বরং প্রতিনিয়ত সহিংসতাকারীদের পরোক্ষ উৎসাহ দিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেই চলেছে। নারীকে ধর্ষণ, হত্যা, অপহরণ, নির্যাতনের পরেও অপরাধীদের শাস্তির মুখোমুখি করাতে না পারায় এক ধরনের বিচারহীনতার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

আদিবাসী নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার পাশাপাশি গত চার মাসে আদিবাসীদের উপর নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনা আমাদের হতবাক করেছে। গত ১০ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটিতে মেডিকেল কলেজ কার্যক্রম উদ্বোধন করার প্রতিবাদে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ডাকা শান্তিপূর্ণ নৌপথ ও সড়কপথ অবরোধ কর্মসূচিকে সেটেলাররা কৌশলে জাতিগত সহিংসতায় রূপ দেয়। এই সহিংসতায় পাহাড়ী আদিবাসী মানুষ আবারো নিরাপদহীন ও শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। এর রেশ কাটতে না কাটতেই গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার হাবিবপুর (চিড়াকুটা) গ্রামের সাঁওতালদের অর্ধশত বাড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়। ভূমিদস্যু জহিরুল ইসলামের সাথে সাঁওতাল এক পরিবারের জমিজমার গণ্ডগোলের সূত্র ধরে ঐ ন্যাক্কারজনক হামলা চালানো হয়। যে হামলায় ছোট ছোট আদিবাসী শিশু, গর্ভবতী নারীও হামলাকারীদের হাত থেকে রেহায় পায়নি। চার মাস পার পরেও এখনো ঐ গ্রামের আদিবাসীরা ঐদিনের আতঙ্ক ও ক্ষতিপূরণ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এরপর এপ্রিল মাসে মৌলভীবাজারে কুলাউড়ায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এর সহযোগিতায় ঝিমাই চা-বাগান কর্তৃপক্ষ খাসিয়া গ্রামের জমি দখল করতে যায় যদিও তাদের কাছে খাসিয়াদের উচ্ছেদের কোনো কাগজপত্র ছিল না। এরপর নানাভাবে চা বাগান কর্তৃপক্ষ খাসিয়াদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করতে থাকে। কখনো খাসিয়াদের যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দেয়, কখনোবা মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে হয়রানির চেষ্টা করে।

তবে এতো সবের মধ্যেও কিছু ঘটনা আদিবাসীদের বেঁচে থাকার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখে। গত ২১ এপ্রিল নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার বেণীপুর বাজারে মইনুল ইসলামের দোকানে চুরির ঘটনায় নিবারন পাহান নামের এক আদিবাসীকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে চোর বানানো হয়। আর এ ষড়যন্ত্রের সাথে ছিলেন বেণীপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি আল মামুন শাহ। এই ষড়যন্ত্রের কারণে পুলিশ নিবারণ পাহানকে আটকও করে। কিন্তু আদিবাসীদের প্রবল চাপের মুখে জনতার যুক্তি ও প্রমাণের চাপে মিথ্যা ও জোরপূর্বকভাবে আটক নিবারণ পাহানকে ২৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হন নিয়ামতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: রইচ উদ্দিন। এরপর স্থানীয় সালিশে ২৯ এপ্রিল বেণীপুর বাজারে এক বিচার সভায় স্কুল কমিটির সভাপতি আল মামুন শাহ নিজের অপরাধ স্বীকার করেন। তিনি নিবারণ পাহানের কাছে ক্ষমা চান এবং আর কখনও এ ধরনের অন্যায় করবেন না বলে অঙ্গীকার করেন।

আমরা আশা করি সরকার একদিন আল মামুন শাহের মতো আদিবাসীদের কাছে ক্ষমা চাইবে। জাতিভেদে, ধর্মভেদে, লিঙ্গভেদে রাষ্ট্রের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারকে নিশ্চিত করবে এবং আদিবাসীদের প্রতি সহিংসতার সব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের যথাযথ বিচার করে শাস্তি নিশ্চিত করবে।

কাপেং বুলেটিন

জানুয়ারি - এপ্রিল ২০১৫ ■ ০৫ সংখ্যা ॥ ৪র্থ বর্ষ

সম্পাদক
মানিক সরেন

সম্পাদনা পর্ষদ
ফাল্গুনী ত্রিপুরা
সুজয়া ঘাগ্রা
টিসেল চাকমা
কৌশিক চাকমা
সিলভিয়া খিয়াং

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০১৫

প্রকাশনায়
KAPAEENG Foundation
কাপেং ফাউন্ডেশন
সালমা গার্ডেন, বাড়ি # ২৩/২৫
সড়ক # ৪, শেখেরটেক
পিসি কালচার হাউজিং
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : (৮৮০ ২) ৮১৯০৮০১
ই-মেইল : kapaeeng.foundation@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.kapaeeng.org

সহযোগিতায়
মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

মুদ্রণ
থাংশ্রে কালার সিস্টেম

Disclaimer: This publication has been produced with the assistance of the Manusher Jonno Foundation. The content of this publication are the sole responsibility of the editors panel and can in no way be taken to reflect the views of the Manusher Jonno Foundation.

রাঙ্গামাটিতে জাতিগত সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে এবং বাবলু হেমব্রম হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে নাগরিক সমাজের প্রতিবাদ মিছিল ও সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

● কাপেং ডেস্ক >

১০ জানুয়ারি 'রাঙ্গামাটিতে জাতিগত সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িক হামলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বাবলু হেমব্রম হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ তুলুন' শ্লোগানকে সামনে রেখে ১৬ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ সকালে প্রতিবাদ সমাবেশ ও সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নাগরিক সমাজ এর আয়োজনে জাতীয় যাদুঘর, শাহবাগ এর সামনে এই কর্মসূচি পালিত হয়। এর আগে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ আদিবাসী-বাঙালিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিসি চত্বরে জমায়েত হয়ে শাহবাগ পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করে।

বিশিষ্ট গবেষক ও কলাম লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংহতি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পংকজ ভট্টাচার্য, সভাপতি, ঐক্য ন্যাপ; অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সংগীত শিল্পী মাহামুদুজ্জামান বাবু; অধ্যাপক সৌরভ সিকদার, ভাষা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) নেতা রাখিদুজ্জামান রতন; শামসুল হুদা, নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি; নুমান আহমেদ খান, নির্বাহী পরিচালক, আইইডি। সমাবেশের মূল বক্তব্য পাঠ করে শোনান মানবাধিকারকর্মী এডভোকেট নিলুফার বানু এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন রোবায়েত ফেরদৌস, সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সভা সঞ্চালনা করেন আদিবাসী সংগঠক দীপায়ন খীসা। এছাড়াও সমাবেশে জনউদ্যোগ, বাংলাদেশ আদিবাসী অধিকার আন্দোলন, আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, আদিবাসী যুব পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, নিজেরা করি, কাপেং ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশন, বাংলাদেশ গারো ছাত্র সংগঠন, মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল, মাহাতো ছাত্র সংগঠনসহ বিভিন্ন সংগঠন সংহতি জ্ঞাপন করে।

সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ সরকার নিয়েছে তা আপাতদৃষ্টিতে সকলের কাছে ভালোই মনে হবে। কিন্তু যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্কুল কলেজ নেই সেখানে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান করা কতখানি যুক্তিযুক্ত তা সরকারকে ভাবতে হবে। তাছাড়া তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত সাম্প্রদায়িক সংকটপূর্ণ অবস্থা বজায় রেখে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান করার জন্য সরকারের সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেন।

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য আদিবাসীরা মেডিকেল কলেজ চায়না এমনটা তারা কখনো বলেননি। তাদের সাথে আরো ভালো করে আলাপ আলোচনা করেই সরকারকে এটি চূড়ান্ত করতে হবে। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-শিক্ষকদের মতামত নিয়ে সমস্যার সমাধান করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরির আগে অবশ্যই দেশের শিক্ষাবিদদের মতামত যাচাই করতে হবে।

পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজ স্থাপন উন্নয়ন নয়, এটি সরকারের চক্রান্ত। শাসকগোষ্ঠী এর আগে সাধারণ বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করেছে। এবার কলেজ স্থাপনের নামে শিক্ষিত বাঙালিদের নিবাস গড়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে পাহাড়ে বাঙালি উপনিবেশবাদ, সামরিকীকরণ করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি সরকারের প্রতি প্রশ্ন রেখে বলেন, কেন আজকে সমতলের আদিবাসীদের জমিজমা নেই, কেন তাদের দেশান্তরিত হতে হচ্ছে আর কেনইবা পার্বত্য চুক্তির ১৭ বছর পার হলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন হয়নি?

মেসবাহ কামাল বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমাবেশ বাংলাদেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা কিনা তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনা করেছে। আজ তাদের নেতৃত্বে পাহাড়ী জনগণ যখন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করছে তখন বুঝতে হবে এমনি এমনি তারা এটি করছে না। পাহাড়ী আদিবাসী মন ছাড়া এটা বোঝা অন্যদের পক্ষে সম্ভবও নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সংগীতশিল্পী মাহামুদুজ্জামান বাবু বলেন, আজকে যখন ছাত্র ইউনিয়নের মতো প্রগতিশীর ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে শাসকগোষ্ঠী ও জামায়াত শিবিরের সাথে এক হয়ে ছাত্র সেনা'র নামে পাহাড়ীদের আন্দোলনের বিরোধিতা করছে তখন নতুন করে ভাবতে হয়।

সৌরভ শিকদার বলেন, স্বাধীনতার পূর্বে বাঙালিরাও জাতিগত নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। আজকে সেই বাঙালিই অন্যদের উপর জাতিগত নিপীড়ন চালাচ্ছে। এটা ভাবতেও অবাক লাগে। তিনি উন্নয়নের নামে সংখ্যালঘু, আদিবাসীদের উচ্ছেদ নির্যাতনের প্রতিবাদসহ আদিবাসী ছাত্র বাবলু হেমব্রম হত্যার বিচার দাবি করেন।

সমাবেশে উত্থাপিত প্রবন্ধে বলা হয়, পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটিতে মেডিকেল কলেজ কার্যক্রম উদ্বোধন করার প্রতিবাদে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ জেলায় ১০ জানুয়ারি ২০১৫ নৌপথ ও সড়কপথ অবরোধের কর্মসূচি গ্রহণ করে। অবরোধ কর্মসূচিটি শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হতে পারত। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় যখন কথিত মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি অবরোধ প্রতিরোধ করার ঘোষণা দেয়। তার সাথে যোগ হয় রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামী লীগ। আরও যোগ দেয় বাঙালি সেটেলারদের বিভিন্ন ভুইফোঁড় সংগঠন। ফলে ছাত্র পরিষদের ঘোষিত অবরোধ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আবারো জাতিগত সহিংসতার ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে।

তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে একের পর এক সহিংসতা আর সাম্প্রদায়িক হানাহানি ঘটে কিন্তু এর কোনো বিচার হয় না; এই বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমরা এই সমাবেশ থেকে এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি। সেই সাথে আমরা উদ্বেগের সাথে জানাচ্ছি সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের উপরও জাতিগত নিপীড়ন অব্যাহত রয়েছে। রাজশাহী কলেজের আদিবাসী ছাত্র বাবলু হেমব্রমকে ৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে তার নিজ বাসায় গলা কেটে জবাই করে হত্যা করা হয়। আমরা এই পাশবিক বর্বরতার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং খুনীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।

এছাড়াও নাগরিক সমাজ এর পক্ষ থেকে সমাবেশে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ উত্থাপন করা হয়: ১. ১০-১১জানুয়ারি ২০১৫ রাঙ্গামাটিতে জাতিগত সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িক হামলার মূল পরিকল্পনাকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। ২. রাঙ্গামাটিতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার অনুসন্ধানে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমটি গঠন করতে হবে এবং ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধে কার্যকর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৩. হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। ৪. মেডিকেল কলেজ কার্যক্রমসহ পার্বত্য আদিবাসীদের সম্মতি ব্যতিরেকে সকল প্রকার চাপিয়ে দেওয়া কথিত উন্নয়ন থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। ৫.পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করতে হবে। ৬. রাজশাহী কলেজের আদিবাসী ছাত্র বাবলু হেমব্রম-এর হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে।

বাংলাদেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৪ এর প্রকাশ ও মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠিত

● কাপেং ডেস্ক >

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ সকাল ১১টায় দি ডেইলি স্টার ভবনের তৌফিক আজিজ খান সেমিনার হলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ান ও অক্সফামের সহযোগিতায় কাপেং ফাউন্ডেশন প্রতিবছরের ন্যায় আদিবাসীদের মানবাধিকার বিষয়ক বার্ষিক মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৪ এর প্রকাশ ও মোড়ক উন্মোচন করে। আলোচনা অনুষ্ঠানে কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ও মানবাধিকার রিপোর্টের অন্যতম একজন সম্পাদক পল্লব চাকমা বাংলাদেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার বিষয়ক বার্ষিক এই রিপোর্ট সবার সামনে তুলে ধরেন।

তিনি তাঁর রিপোর্টে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিদস্যু এবং সেটেলাররা ২০১৪ সালে আদিবাসীদের উপর ৭টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত করেছে, তাদের বাড়ি এবং সম্পত্তি লুট করেছে। আদিবাসী নারী ৭ জনসহ মোট ১৫ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং অন্তত ১২৬ জন আদিবাসীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে।

২০১৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় ৩,৯১১ একর ভূমি সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তি কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং সেখানে ৮৪,৬৪৭ একর ভূমি জবরদখল ও অধিগ্রহণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সমতলে বছরব্যাপী ১০২টি আদিবাসী পরিবার নিজেদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের শিকার হয়েছে এবং ৮৮৬টি পরিবার উচ্ছেদের হুমকির মধ্যে রয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছে সমতলের ৩০০ পরিবার। গতবছর কমপক্ষে ১২২ জন আদিবাসী নারী ও শিশু যৌন ও শারীরিক সহিংসতার শিকার হয়। শুধুমাত্র নারীদের উপর কমপক্ষে ৭৫টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অভ্যন্তরীন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনসহ চুক্তির মূল বিষয়গুলো গত ১৭ বছরেও বাস্তবায়ন করা হয়নি। সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি সরকার দিলেও এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

কাপেং ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন রবীন্দ্রনাথ সরেন এর সভাপতিত্বে মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন হাজেরা সুলতানা এমপি; বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাপেং ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারপার্সন চৈতালী ত্রিপুরা এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কাপেং ফাউন্ডেশনের ম্যানেজার হিরন মিত্র চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সুলতানা কামাল বলেন, সমতল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় আমি নিজে আদিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সরেজমিনে দেখে এর সত্যতা পেয়েছি। তবে আশঙ্কা করতেই হয় যে আদিবাসীদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর কোন বিচার হবে কিনা। শুধু তাই নয় যারা আদিবাসীদের জন্য কাজ করে তাদের উপরও কোন ধরনের হামলা হলে সেটিরও বিচার হবে কিনা সন্দেহ থেকেই যায়।

তিনি হতাশা প্রকাশ করে বলেন, রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা আদিবাসী, বাঙালি সকলে মিলে যে দেশ স্বাধীন করেছি আজ স্বাধীনতার ৪৩ বছর পরেও আদিবাসীদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে পারেনি। বরং তাদের মানবাধিকারকে এই রাষ্ট্র ও কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ প্রতিনিয়ত পদদলিত করছে।

তিনি পার্বত্য চট্টগাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান এবং এই বছরে আদিবাসীদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা কমে আসবে বলে আশাবাদ প্রকাশ করেন।

হাজেরা সুলতানা এমপি বলেন, আদিবাসীদের জীবন ভূমিকে নিয়েই। এখন যেভাবে আদিবাসীদেরকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে তাতে করে তারা কিভাবে বাঁচবে? সরকার পার্বত্য চুক্তির বিভিন্ন ধারা বাস্তবায়ন করছে, কিন্তু ভূমি বিষয়টা বাদ দিয়ে সরকারের কোন উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে লাভ হবে না। তিনি ভূমি বিষয়ে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি আরো বলেন, আদিবাসীদের জীবন প্রকৃতি নির্ভর। কিন্তু আজ তাদেরকে প্রকৃতি থেকে জোর করে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইকো পার্কের নামে, পর্যটন কেন্দ্রের নামে আদিবাসীদেরকে তাদের নিজ বসতভিটা, জমি-জায়গা থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

>> আদিবাসীদের মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৪: পৃষ্ঠা ১৭

ঝিমাইপুঞ্জির খাসিয়াদের অবরোধমুক্ত করার দাবিতে ঢাকায় নাগরিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

● কাপেং ডেস্ক >

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ঝিমাইপুঞ্জির ৭২টি খাসিয়া পরিবারকে অবরোধমুক্ত এবং তাদেরকে উচ্ছেদ ও গাছ কাটার চক্রান্ত বন্ধ করার দাবিতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, নিজেরা করি, বেলা, এএলআরডি, গ্রীন ভয়েস, খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ও কাপেং ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে ২৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ সকাল সাড়ে ১০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক নাগরিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং এর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাপা'র আদিবাসী পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের জাতীয় সমন্বয়ক ও বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক শরীফ জামিল, বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক মিহির বিশ্বাস ও আলমগীর কবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক এম রহমতউল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন) এর সদস্য ড. ফরিদা খান, গ্রীন ভয়েস এর সহসমন্বয়ক হুমায়ুন কবির সুমন, উবিনীগ এর গবেষণা কর্মকর্তা ড. এম এ সোবহান, হিল ওমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী চঞ্চনা চাকমা, আইন ও শালিস কেন্দ্রের প্রতিনিধি অনির্বান সাহা, নিজেরা করি'র প্রতিনিধি হাছিনা আক্তার, গ্রীন ভয়েস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক হিরক সরদার, নাগরিক উদ্যোগের প্রতিনিধি এবিএম আনিসুজ্জামান, খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের হোসাইয়া টং পিয়ার প্রমুখ।

সঞ্জীব দ্রং বলেন, আমরা অত্যন্ত হতাশার সাথে লক্ষ্য করছি মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় ঝিমাই পুঞ্জিতে নিরীহ ৭২টি খাসিয়া আদিবাসী পরিবারের ওপর ঝিমাই চা বাগান কর্তৃপক্ষ বেআইনি হস্তক্ষেপ শুরু করেছে। গত প্রায় ২ সপ্তাহ থেকে ঝিমাইপুঞ্জির খাসিয়াদের একমাত্র যাতায়াতের গেটটি চা বাগান কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেয়। এতে তারা মানবেতর জীবনযাপন করছে ও খাসিয়া পরিবারগুলো খুবই উচ্ছেদ-আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। খাসিয়া পরিবারগুলো যুগ যুগ ধরে এই এলাকায় বসবাস করে আসছে, অথচ বিভিন্ন চক্রান্তের মাধ্যমে তাদেরকে উচ্ছেদ চক্রান্ত শুরু হয়েছে, যা খুবই দুঃখজনক। একাজে ঝিমাই চা বাগান কর্তৃপক্ষকে রাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তা সহায়তা করছে বলে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে। এই চক্রান্তের মাধ্যমে আদিবাসীদের ভূমি অধিকার ও সাংস্কৃতিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা আশা করি রাষ্ট্র প্রশাসন নিরীহ আদিবাসীদের পক্ষে দাঁড়াবে। এজন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি সংলাপ আয়োজনের আহ্বান জানান তিনি।

শরীফ জামিল বলেন, বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন পুঞ্জিতেই আদিবাসীদের উচ্ছেদ চক্রান্ত ধারাবাহিকভাবে হচ্ছে। এই চক্রান্ত বন্ধে সকল বিবেকবান দেশপ্রেমিক জনগণ ও রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে হাজার হাজার গাছ কাটার জন্য ঝিমাই চা বাগান কর্তৃপক্ষ বিগত কয়েক বছর থেকে যে হীন চক্রান্ত চালিয়ে আসছে এটা তারই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ। আর এবার দুঃখজনকভাবে স্থানীয় উপজেলা

>> ঝিমাইপুঞ্জির খাসিয়াদের অবরোধমুক্তঃ পৃষ্ঠা ১৫

আদিবাসীদের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে কক্সবাজারে আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

● কাপেং ডেস্ক >

গত ৭ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে আইএলও কনভেনশন ১০৭, ১১১ ও ১৬৯ এবং আদিবাসীদের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে কক্সবাজারে আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এবং কাপেং ফাউন্ডেশন যৌথভাবে দিনব্যাপী এ কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের কক্সবাজার জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক ক্যজ অং রাখাইন এর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের কক্সবাজার জেলার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের জাতীয় কমিটির সদস্য চিংহ্লা মং চাক, চৌফল দন্ডি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এখিন রাখাইন, কাপেং ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপক হিরন মিত্র চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, চট্টগ্রাম অঞ্চলের আহ্বায়ক শরৎ জ্যোতি চাকমা এবং কক্সবাজার জেলার সাধারণ সম্পাদক মংথেনহ্লা রাখাইন।

উদ্বোধনী শেষে দ্বিতীয় অধিবেশনে হিরন মিত্র চাকমা আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ ও ১৬৯ এর উপর ধারণা পত্র উত্থাপন করেন। শরৎ জ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে এই সেশনে ধারণা পত্রের উপর বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কলামিষ্ট সাইফুর উদ্দিন মানিক, আদিবাসী ফোরাম কক্সবাজার জেলার সহ সভাপতি থৈ অং রাখাইন বুবু।

কর্মশালার তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রাখাইন উইমেন ইউনিয়নের সদস্য চেন্দা রাখাইন। এতে দেশের আদিবাসীদের সার্বিক অবস্থার উপর ধারণা পত্র উত্থাপন করেন শক্তিপদ ত্রিপুরা। বক্তব্য রাখেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস ফোরামের সদস্য এ্যাডভোকেট আব্দুল শুক্কুর, উদিচী শিল্পী গোষ্ঠীর কক্সবাজার এর সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরী, কক্সবাজার নাগরিক কমিটির সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার নন্দন কানন পাল প্রমুখ।

কর্মশালার শেষ অধিবেশন মালা কিং চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলের আদিবাসীদের বর্তমান অবস্থার উপর ধারণা পত্র উপস্থাপন করেন ক্য জ অং রাখাইন এবং আলোচনায় অংশ নেন সাংবাদিক মো. আলী জিন্নাত ও মংথেনহ্লা রাখাইন।

দিনব্যাপী কর্মশালায় কক্সবাজার অঞ্চলের আদিবাসীদের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। এসময় বক্তারা কক্সবাজার অঞ্চলে আদিবাসীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা জানান এবং রাখাইন-চাকমা আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্য নাগরিক সমাজসহ সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ এর মত ১৬৯ অনুস্বাক্ষর করার জন্য কর্মশালা থেকে দাবি জানানো হয়। কর্মশালায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে ৬০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১৪তম অধিবেশনের প্রাক্কালে আদিবাসী সম্পর্কিত জাতিসংঘের বিশেষ কর্মপদ্ধতি বিষয়ে জাতীয় প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

● **কাপেং ডেস্ক >**

১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ঢাকার আসাদগেটস্থ ওয়াইডব্লিউসিএ সম্মেলন কক্ষে কাপেং ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এবং জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সদস্য রাজা দেবাশীষ রায়ের আয়োজনে এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সহায়তায় দিনব্যাপি 'আদিবাসীদের নিয়ে জাতিসংঘের বিশেষ কার্যপদ্ধতি বিষয়ে জাতীয় প্রস্তুতিমূলক সভা' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দিনব্যাপি এই সভার বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করেন চাকমা সার্কেল চীফ রাজা দেবাশীষ রায়, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার জাতীয় সমন্বয়ক আলেক্সিউস চিছাম, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা এবং যুবনেতা ত্রিজিনাদ চাকমা। দিনব্যাপি সভায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ আদিবাসী প্রতিনিধিগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিকালের অধিবেশনে অধ্যাপক মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, হানা শামস আহমেদ এবং ইউএনডিপি সিএইচটিডিএফ এর প্রতিনিধি হোসেন শহীদ সুমন আলোচনায় যোগদান করেন।

এই সভায় মূলত যেসব বিষয়ে আলোচনা হয় তাহলো– আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১৪তম অধিবেশনে বাংলাদেশের আদিবাসীদের পক্ষে কোন বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম এর কার্যক্রমের সাথে আদিবাসীদের বোঝাপোড়াকে কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়।

রাজা দেবাশীষ রায় তাঁর আলোচনায় জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের বিশদ কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এই ফোরাম কিভাবে কাজ করে এবং বাংলাদেশের আদিবাসীরা কিভাবে এই ফোরামের মাধ্যমে আদিবাসীদের সামগ্রিক অধিকার আদায়ে কাজ করতে পারে সে সমস্ত বিষয়ই তিনি উল্লেখ করেন। এই ফোরামকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর নানা দিক নিয়েও তিনি আলোচনা করেন।

বাংলাদেশের আদিবাসীদের সার্বিক পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, সিলেট অঞ্চল থেকে গৌরাঙ্গ পাত্র, মধুপুর অঞ্চল থেকে ইউজিন নকরেক, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে শেফালিকা ত্রিপুরা, দক্ষিণাঞ্চল থেকে কৃষ্ণপদ মুন্ডা প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ এলাকার আদিবাসীদের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন।

এরপর কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামে ১৩তম অধিবেশনের অভিজ্ঞতা সকলের সামনে তুলে ধরেন এবং ত্রিজিনাদ চাকমা কম্বোডিয়াতে অনুষ্ঠিত আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১৪তম অধিবেশনের আগে এশিয়া অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রস্তুতিমূলক সভায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা এবং সেখানে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সকলের সামনে তুলে ধরেন। সবশেষে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে এই প্রস্তুতি সভা শেষ হয়।

গত চার মাসে (জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৫) কমপক্ষে ২৮ জন আদিবাসী নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার

● কাপেং ডেস্ক >

আদিবাসী নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতার মাত্রা যেন কমছেই না। এই বছরের শুরু থেকে এপ্রিল ৩০ তারিখ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৭টি ও সমতলে ৯টি ঘটনায় (কমপক্ষে মোট ২৬টি পৃথক পৃথক ঘটনা) ২৮ জন আদিবাসী নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার হয়েছে। যেখানে ধর্ষণের পরে ১ জনকে হত্যা করা হয়েছে, ধর্ষণ বা গণধর্ষণ বা অপহরণের পরে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১১ জন, শারীরিক লাঞ্ছনা ও আক্রমণের শিকার হয়েছেন ৩ জন, ৮ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে, অপহরণ বা অপহরণের চেষ্টা করা হয়েছে ২ জনকে এবং যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন ৩ জন।

এটা অমূলক নয় যে এর বাইরে আর কোন ঘটনা ঘটেনি। আমাদের বর্তমান সামাজিক বাস্তবতায় নারীদের নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যত চিন্তা করে অনেক ঘটনাই লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। তাই গত চার মাসে এই আদিবাসী নারীর প্রতি সহিংসতার সংখ্যা শুধু ২৬টি ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই এটি নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনী ইশতেহারে 'নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি, বৈষম্য বন্ধ এবং নারী ও শিশু পাচার রোধে গৃহীত আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা' (১২.২ ধারা) এবং আদিবাসীদের উপর 'মানবাধিকার লঙ্ঘনের অবসানের' (২২.১ ধারা) অঙ্গীকার করেছে। অধিকন্তু জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ কর্তৃক বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর ২০১৩ সালের ২৯ এপ্রিলে দ্বিতীয় বার পরিবীক্ষণের সময় সরকার 'নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনায় জড়িত/অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করার' প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতায় জড়িত/অভিযুক্তদের যথাযথ শাস্তি বিধানে এখন পর্যন্ত কোন দৃষ্টান্ত নেই। জড়িত/অভিযুক্তদের দায়মুক্তির ফলে আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতার মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে।

আদিবাসী নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্র (জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৫):

মাস	ধর্ষণ/ গণধর্ষণ এবং অপহরণের পর ধর্ষণ	ধর্ষণের পর হত্যা	শারীরিক লাঞ্ছনা ও আক্রমণ	ধর্ষণের চেষ্টা	অপহরণ এবং অপহরণের চেষ্টা	যৌন হয়রানী	মোট
জানুয়ারি	৫	১	-	১	-	-	৭
ফেব্রুয়ারি	১	-	-	৫	১	-	৭
মার্চ	৩	-	১	২	১	১	৮
এপ্রিল	২	-	২	-	-	২	৬
মোট	১১	১	৩	৮	২	৩	২৮

৬ জানুয়ারি ২০১৫, রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার সরিসা ইউনিয়নের বৃত্তিডাঙ্গা গ্রামের বাগদী সম্প্রদায়ের মা ও মেয়েকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়। পরে কোনমতে মা-মেয়ে বাড়িতে ফিরে আসলেও পরে ধর্ষণকারীরা আবারো তাদের বাড়িতে এসে ঐ বাগদী মেয়েকে তার মায়ের সামনে ধর্ষণ করে। এই ধর্ষণকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন ঐ ইউনিয়নের মেম্বার সোহরাব হোসেন এর ভাই সাফিন শেখ। ৪/৫ জন অজ্ঞাতসহ অন্য ধর্ষণকারীরা হলো অলি সরদার (২৮), সাদ্দাম (২২) ও জিয়ারুল। এই ঘটনায় মামলা হলে পুলিশ একজনকে ধরতে পারলেও বাকিদের এখনো ধরতে পারেনি।

১৪ জানুয়ারি ২০১৫, রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালি উপজেলার কাশখালি গ্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ৭ বছরের এক মারমা শিশুকে আয়ুব আলী (৪৫) নামের সেটেলার বাঙালি ধর্ষণ করে। পরে পুলিশ ধর্ষণকারীকে গ্রেফতার করে।

২৭ জানুয়ারি ২০১৫, খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার সাপমারায় মোহাম্মদ হাবিব নামের এক নির্মাণ শ্রমিক ১৬ বছরের এক জুম্ম মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। পরে ১০,০০০ টাকায় স্থানীয়ভাবে ঘটনাটির মিমাংসা করা হয়।

২৮ জানুয়ারি ২০১৫, খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার পাংখুয়া পাড়ায় দেব বিকাশ বড়ুয়া নামের এক ব্যক্তির হাতে ২০ বছরের এক প্রতিবন্ধী মারমা মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়। এ ঘটনায় সদর থানায় একটি মামলা হয় এবং পুলিশ ধর্ষণকারীকে গ্রেফতার করে।

২৮ জানুয়ারি ২০১৫, বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার সুনসং পাড়ার অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ১৬ বছরের বম মেয়েকে সালাউদ্দিন প্রকাশ বাপ্পি নামের এক সেটেলার ধর্ষণ করে। স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় ঐ শিক্ষার্থীকে স্কুলে নামিয়ে দেওয়ার

কথা বলে গাড়িতে তুলে ফাঁকা স্থানে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় পরে স্থানীয় জনগণ ধর্ষককে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে।

৩০ জানুয়ারি ২০১৫, মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার গান্ধাই পান পুঞ্জিতে কাজ করতে যাওয়া মোনালিসা নংপ্রোত (১৮) নামের খাসিয়া তরুণীর লাশ উদ্ধার করা হয়। ধারনা করা হয় ধর্ষণের পরে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা হওয়ার পর গত ২৯ এপ্রিল পুলিশ ঘটনার মূল হোতা আজিজুর রহমানকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। পরে সে তার জবানবন্দিতে মোনালিসাকে হত্যার কথা স্বীকার করে।

০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন (৫৫) নামের এক ব্যক্তি ২৮ বছরের চাকমা নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। ঐ চাকমা নারী জঙ্গল থেকে কাঠ আনতে গেলে সাহাবুদ্দিন তাকে একা পেয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এসময় ঐ নারীর হাতে থাকা দা দিয়ে সে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় দুর্বৃত্ত সাহাবুদ্দিন আহত হয়। তবে ঘটনায় কোন মামলা হয়নি।

০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়ি উপজেলার মহিষকাটা গ্রামের স্বাধীন কুমার চাকমার ২০ বছর বয়সী এবং ১৮ বছর বয়সী দুই মেয়েকে মাঘাইছড়ি গুচ্ছ গ্রামের সেটেলার মো: ইলিয়াস (১৮) এবং মো: জিলহাদ ধর্ষণের চেষ্টা করে। দুপুরের দিকে বাড়ির কাছে ছড়া থেকে জল সংগ্রহ করতে গেলে নির্জনতার সুযোগে তাদেরকে ধর্ষণের চেষ্টা করে এ দুই দুষ্কৃতিকারী। এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে।

০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা উপজেলার বোচামোরাং গ্রামের ১৩ বছরের এক চাকমা কিশোরীকে তামাক ক্ষেতে কাজ করার সময় একা পেয়ে সেটেলার বাশেদ মিয়া জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় কিশোরীর চিৎকারে আশেপাশের লোকজন দৌড়ে সেখানে পৌঁছে বাশেদ মিয়াকে ধরে ফেলে এবং পুলিশে সোপর্দ করে। এ ঘটনায় দিঘীনালা থানায় মামলা হয়েছে।

০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বারোকনা গ্রামের ১৭ বছরের এক সাঁওতাল কিশোরীকে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মোহাম্মদ লিজু (২৭) ও মোহাম্মদ শফিকুল (২২) অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং রাতভর ধর্ষণ করে সকালে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে । পুলিশ মোহাম্মদ শফিকুলকে গ্রেফতার করলেও মোহাম্মদ লিজুকে এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার কালাপানিতে ১০ বছরের এক ত্রিপুরা কিশোরীকে বাজার থেকে মোটরসাইকেলে বাড়িতে এগিয়ে দেওয়ার কথা বলে মোটরসাইকেল চালক সেটেলার মোহাম্মদ ফারুক (২৬) নির্জন স্থানে মোটরসাইকেল থামিয়ে ঐ কিশোরীকে জোরপূর্বক ঝোপের আড়ালে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। কিশোরীর চিৎকারে আশেপাশের লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালে মোহাম্মদ ফারুক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ ঘটনায় মানিকছড়ি থানায় মামলা হয়েছে।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার নারায়ণ হাট ইউনিয়নের ধামরখিল গ্রামের ১৫ বছরের এসএসসি পরিক্ষার্থী ত্রিপুরা কিশোরীকে নিজ বাড়ি থেকে কৌশলে অপহরণ করা হয়। এ ঘটনায় অপহৃতর ভাই সুমন ত্রিপুরা থানায় মামলা করতে চাইলে থানা পুলিশ মামলা না নিয়ে সাধারণ একটি ডায়রি গ্রহণ করে। তবে এখন পর্যন্ত এই অপহরণের প্রকৃত রহস্য উদঘাটন হয়নি।

৫ মার্চ ২০১৫, রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালি উপজেলার হেডম্যানপাড়া গ্রামের গর্ভবতী এক মারমা নারীকে স্থানীয় বখাটে সাদ্দাম হোসেন (২১) ও বাপ্পি মজুমদার (২২) ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ সময় ঐ নারীর স্বামীকে বেঁধে রেখে নির্যাতনও করা হয়। এ ঘটনায় মামলা হলেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি। এই বখাটেদের বিরুদ্ধে আগেও নারীদেরকে উত্যক্ত ও হয়রানির অভিযোগ আছে।

৯ মার্চ ২০১৫, খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা উপজেলার ননছড়ি গ্রামের দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত আদিবাসী কিশোরীকে দিঘীনালা বনবিহার থেকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার পথে সেটেলার মোহাম্মদ সোহেল (২৮), আমির হোসেন (২৬), সোহাগ মিয়া (৩২), সাইফুল ইসলাম (২৫) মিলে জোরপূর্বক গণধর্ষণ করে। ধর্ষকদের মধ্যে মোহাম্মদ সোহেল এবং আমির হোসেন বাংলাদেশ ছাত্র লীগ দিঘীনালা শাখার সদস্য। এ ঘটনায় মামলা থানায় মামলা হয়েছে।

২০ মার্চ ২০১৫, রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলায় দশম শ্রেণীর আদিবাসী ছাত্রীকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে জোরপূর্বক ধর্ষণ ও পরে ধর্ষণের ভিডিও চিত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় ধর্ষক নরেশ চাকমা (২০) কে আসামী করে জুরাছড়ি থানায় মামলা হয়েছে।

২৩ মার্চ ২০১৫, দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলার কুচারপাড়া গ্রামে ৬ বছরের এক সাঁওতাল শিশুকে একই গ্রামের সামশন মার্ডী (১৫) খেলার নাম করে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় ঘোড়াঘাট থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ ধর্ষককে গ্রেফতার করেছে।

২৫ মার্চ ২০১৫, রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার পাচন্দর ইউনিয়নের কোন্দাইন গ্রামের ৮ বছরের এক কোডা শিশুকে আব্দুল আজিজ (৬০) বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে ধর্ষণ করে। এই ঘটনায় মামলা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ধর্ষক আব্দুল আজিজকে পুলিশ ধরতে পারেনি। জানা গেছে আব্দুল আজিজ এলাকার প্রভাবশালী এবং এর আগেও নারী কেলেঙ্কারির বিভিন্ন ঘটনার সাথে সে জড়িত।

২৮ মার্চ ২০১৫, ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার সংড়া গ্রামের বারেক এর আকাশি বাগানের পরিত্যক্ত মাটির কোঠা ঘরে এক গারো আদিবাসী কিশোরীকে মিথ্যা বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মো: সুমন মিয়া (২৫) রাতভর ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে।

৩০ মার্চ ২০১৫, রাঙ্গামাটি জেলার রিজার্ভ বাজারের শুটকিপট্টি এলাকায় একজন চাকমা নারীকে (৪৫) মোহাম্মদ আক্তার (৪৫)

>> আদিবাসী নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার: পৃষ্ঠা ১৩

নামের এক শুটকি ব্যবসায়ি মারপিট করেছে। এই ঘটনায় নির্যাতনের শিকার নারী কোতয়ালি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন।

৩০ মার্চ ২০১৫, বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলায় ৬ ও ৫ বছরের দুই মারমা শিশুকে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে চকলেট খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে মোহাম্মদ জাফর (৪০) নামের এক ড্রাইভার গাড়িতে উঠিয়ে নীল ছবি দেখায় ও ঐ দুই শিশুর উপর যৌন নিপীড়ন চালায়। পরে বাড়িতে ফিরে গিয়ে শিশু দুটি তাদের বাবা-মাকে বিষয়টি জানালে তারা থানচি থানায় মোহাম্মদ জাফর এর বিরুদ্ধে মামলা করে। পরে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

১৪ এপ্রিল ২০১৫, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বদ্যিালয়ে পহেলা বৈশাখে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বিভাগের অনুষ্ঠান শেষে সন্ধ্যায় এক আদিবাসী ছাত্রী ও তার সহপাঠী হলের দিকে যাওয়ার সময় চৌরঙ্গী এলাকায় ছাত্রলীগ কর্মী নিশাত ইমতিয়াজ বিজয়, আব্দুর রহমান ইফতি, নুরুল কবির, নাফিজ ইমতিয়াজ ও রাকিব হাসান তাদের যৌন নিপীড়ন করে। পরে তাদের চিৎকারে নিপীড়করা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ঐ ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর ও উপাচার্যকে লিখিত অভিযোগ করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তদের বহিষ্কার করে।

১৬ এপ্রিল ২০১৫, বান্দরবান জেলার বাঘমারার হ্লাসামং পাড়ার এক মারমা স্কুল ছাত্রীকে বৌদ্ধ মন্দির থেকে ফেরার পথে হুবায়ুবুর রহমান (২০) নামের এক রোহিঙ্গা কুপ্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় সে তাকে ধরে টানাটানি শুরু করে। এসময় রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দুই মোটরসাইকেল চালক ঘটনা দেখে লোকজনকে জানালে স্থানীয়রা দুষ্কৃতকারীকে ধরে গণধোলাই দেয়। পরে স্থানীয় এক সালিশ বৈঠকে রোহিঙ্গা ঐ পরিবারকে এলাকা থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে ঘটনার মীমাংসা করা হয়।

১৭ এপ্রিল ২০১৫, দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার খালিপপুর আদিবাসী গ্রামের এক সাঁওতাল নারী (২৫)-কে ৮নং কুচদহ ইউপি'র বাঘদাবড়া গ্রামের সাইদুর রহমানের পুত্র মো: সেতাবুল ও ঐ এলাকায় মৃত: কুদ্দুস এর পুত্র মো: খালেক (৪০) জোরপূর্বক ধরে ভুট্টা ক্ষেতে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। দুষ্কৃতিবারীরা ধর্ষণে ব্যর্থ হলে ওই সাঁওতাল নারীর শরীরের বিভিন্ন স্থানে কামড় দেয় ও বেধড়ক মারপিট করে। এ ঘটনায় দুষ্কৃতিকারীদের ভয়ে নির্যাতিতার পরিবার কোন মামলা করেনি বলে জানা গেছে।

২০ এপ্রিল ২০১৫, রাঙ্গামাটিতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত এক চাকমা ছাত্রীকে সিএনজি ড্রাইভার মামুন ও তার বন্ধু মানিক মিলে অপহরণ করে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় নিয়ে ধর্ষণ করে ও ধর্ষণের ভিডিওচিত্র মোবাইলে ধারণ করে ফেসবুক ও বিভিন্ন মানুষের মোবাইল ফোনে ছড়িয়ে দেয়। ধর্ষিতার পিতা এই ঘটনায় কোতয়ালি থানায় মামলা করেছে।

২৮ এপ্রিল ২০১৫, রাঙ্গামাটির কল্যাণপুর থেকে মিটিং শেষে বনরুপায় নিজের বাড়িতে সিএনজি করে ফেরার পথে সিএনজির মধ্যে মোহাম্মদ তাহের নামের এক যাত্রীর হাতে এক আদিবাসী নারী লাঞ্ছনা শিকার হন। পরে ঐ নারী তাকে সিএনজি থেকে টেনে নামিয়ে স্থানীয় জনগণের সহায়তায় পুলিশে ধরিয়ে দেন। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। ২৯ এপ্রিল ২০১৫, খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়ি উপজেলার দুল্লতলি ইউনিয়নের মাঘাইছড়িতে ২০ বছরের এক আদিবাসী নারীকে স্থানীয় বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে একলা পেয়ে সেটেলার সাইফুল ইসলাম (২৬) জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় থানায় মামলা হওয়ার পরে পুলিশ ধর্ষককে গ্রেফতার করে।

আদিবাসী নারী শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে তিন মাস মেয়াদী ইন্টার্নশীপ সমাপ্ত

● **কাপেং ডেস্ক >**

আদিবাসী নারী শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে কাপেং ফাউন্ডেশনের তিন মাস মেয়াদী (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল) ইন্টার্নশীপ সমাপ্ত হয়েছে। এবারের মেয়াদের মোট ৫ জন আদিবাসী নারী সফলভাবে তাদের ইন্টার্নশীপ সমাপ্ত করেছেন। 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' এর অর্থায়নে ইন্টার্নশীপে ৩ জন আদিবাসী নারী যথাক্রমে প্রিসলি তালুকদার, মাসাই ই মারমা, দিলচি রিছিল এবং পাশাপাশি প্রিয়তা ত্রিপুরা ও কচি চাকমা কাপেং ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ব্যবস্থায় ইন্টার্নশীপ করার সুযোগ পান।

আগামীতেও আদিবাসী নারী ও পুরুষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ব্যবহারিক কাজের দক্ষতা উন্নয়নে কাপেং ফাউন্ডেশন এই উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে।

উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের উপর চলমান সহিংসতা, উচ্ছেদ, হত্যা, ধর্ষণের প্রতিবাদ ও নিরাপত্তার দাবিতে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

● কাপেং ডেস্ক >

উত্তরবঙ্গের ২ জন আদিবাসীকে হত্যা, ১জন সাঁওতাল মেয়েকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ, ১ জন আদিবাসী গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা, একটি পরিবারের সাথে জমিজমার গন্ডগোলের সূত্র ধরে পুরো গ্রামের (চিড়াকুটা) ৬০টি সাঁওতাল বাড়িতে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করাসহ আরো অনেক সহিংসতার ঘটনা আদিবাসীদেরকে শঙ্কিত ও প্রচণ্ড নিরাপত্তাহীনতায় ফেলে দিয়েছে। আদিবাসীরা তাই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দেশান্তরিত হতেও বাধ্য হচ্ছে।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের উপর চলমান সহিংসতা, উচ্ছেদ, হত্যা, ধর্ষণের প্রতিবাদ ও নিরাপত্তার দাবিতে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ ও কাপেং ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির গোলটেবিল মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা'র সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে আদিবাসীদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সভাপতি, ঐক্য ন্যাপ; আনিসুর রহমান মল্লিক, পলিটব্যুরো সদস্য, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি; রুহীন হোসেন প্রিন্স, কেন্দ্রীয় সদস্য, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি; সঞ্জীব দ্রং, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম; নুমান আহমদ খান, নির্বাহী পরিচালক, আইইডি। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতা দীপায়ন খীসা, মধুপুর অঞ্চলের আদিবাসী নেতা অজয় এ মৃ, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক পাভেল পার্থ, আদিবাসী সংগঠক ও মানবাধিকারকর্মী হিরণ মিত্র চাকমা, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মানিক সরেন, দপ্তর সম্পাদক সুভাষ চন্দ্র হেমব্রম, আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সদস্য সচিব চঞ্চনা চাকমা, আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অনন্ত ধামাই, আদিবাসী ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিভূতি ভূষণ মাহাতো প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, আমরা যখন এই সংবাদ সম্মেলন করছি তখনই মোবাইলে খবর পেলাম যে, দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার আমলাকাঠা সাঁওতাল গ্রামের একটি কালি মন্দির দখলের জন্য মন্দিরের জায়গায় ভূমিদস্যুরা স্থাপনা নির্মাণ কাজ শুরু করেছে এবং গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত সরকারিভাবে তৈরি আখের ফার্ম (বাগদা ফার্ম) এর প্রায় ২৪০০ একর জায়গা ভূমিদস্যুরা দখল করতে শুরু করেছে, যেখানকার প্রায় ১৫০০ একর জমিই আদিবাসীদের জমি। সরকার যখন এটি তৈরি করে তখন বলেছিল কোনদিন এই ফার্ম বন্ধ হলে আদিবাসীদের তাদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে তিনি আরো বলেন, উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন, মারপিট, উচ্ছেদসহ সকল ধরনের সহিংসতার পেছনে ভূমি দখলই প্রধান কারণ। সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ভূমি কমিশন গঠনের জন্য সরকার ২০০৮ এবং ২০১৪ সালে যথাক্রমে অনুষ্ঠিত ৯ম ও ১০ম জাতীয় সংসদে নির্বাচনে অঙ্গীকার করেছে। কিন্তু সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ তো গ্রহণই করেনি, এমনকি কোন আলোচনাও করেনি। গত ১২ জানুয়ারি বর্তমান মেয়াদে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর সরকার এ বিষয়ে এখনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। যার কারণে ভূমি কেন্দ্রিক সমস্যাগুলো দিন দিন আরো জটিল হয়ে পড়ছে এবং আদিবাসীদের উপর সহিংসতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আদিবাসী নারীরা প্রচণ্ড মাত্রায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। পথে-ঘাটে-বাজারে, মাঠে কাজ করার সময়, স্কুলে যাবার সময় এমনকি বাড়িতে থেকেও নিরাপদ থাকছে না। একশ্রেণীর মানুষরূপী শকুন সবসময় আদিবাসী নারীদের দিকে ওত পেতে আছে। ফলে আদিবাসী নারীরা নানা ধরনের নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এই ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে প্রশাসন আন্তরিক নয়। ধর্ষণের মতো কাজ করার পরেও দোষী ব্যক্তিরা বেঁচে যাচ্ছে। অন্যদিকে বরং ধর্ষণের শিকার মেয়েটি বা নারীটিকেই সামাজিক বঞ্চনা, অপবাদের শিকার হতে হচ্ছে।

তিনি কাপেং ফাউন্ডেশনের একটি হিসেব উল্লেখ করে বলেন, সমতলে ১ জন আদিবাসীকে হত্যা, ৪২ জনকে নির্যাতন ও মারপিট, ৪টি সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা, ১০টি লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে এবং ৩০৭টি পরিবার উচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় আছে। এছাড়া এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বিশেষ করে রাজশাহীর গোদাগাড়ী অঞ্চলের আদিবাসীরা দিন দিন দেশান্তরিত হওয়ার পথে ঝুঁকছে। গত বছর প্রায় ৩০০ পরিবার দেশান্তরিত হয়েছে। বর্তমান অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর চরম বিচারহীনতার সংস্কৃতি আদিবাসীদের আরো প্রান্তিক ও নিঃস্ব করে দিয়েছে। আদিবাসীদের প্রতি রাষ্ট্রের বিমাতাসুলভ আচরণ, নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়া, ন্যায় বিচার না পাওয়া, জাতিগত বৈষম্যের শিকার হওয়াসহ নানা কারণে আদিবাসীরা বাংলাদেশে নিরাপত্তাহীনতায় ভূগছে। ফলে বৃহত্তর রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের অনেক আদিবাসীরা শান্তিময় জীবনযাপনের খোঁজে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে।

আদিবাসীদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের সীমা উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গ, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট, উপকূলীয় এলাকা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সবখানেই ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। সমতলের আদিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে একটি পৃথক ভূমি কমিশনের দাবি করে আসলেও সরকার কোন কর্ণপাত করছে না। অপরদিকে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানেরও জন্য পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আশ্বাস দিলেও চুক্তির ১৭ বছর পরেও এর বেশিরভাগ অংশ এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। নতুন বছরের শুরু থেকেই সারাদেশের আদিবাসীদের উপর চলমান নির্যাতনের ঘটনাগুলো আমাদেরকে শঙ্কিত করে তুলেছে।

সংহতি বক্তব্যে পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, আদিবাসীদের ব্যাপারে সরকারের চোখে ছানি পড়েছে, যার ফলে সরকার আদিবাসীদের প্রতি চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো দেখতে পাচ্ছে না। এর ফলে রাষ্ট্রের আদিবাসী, সংখ্যালঘু, গরিব, শ্রমিক জনগণই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একশ্রেণীর মানুষ দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে আদিবাসীদের কাছে চাঁদাবাজিও করছে।

তিনি বর্তমান সরকারকে বর্ণবাদী সরকার আখ্যায়িত করে বলেন, যেখানে সারাদেশের আদিবাসীরা শান্তির সাথে বসবাসের জন্য প্রতিনিয়ত দাবি জানাচ্ছে, সরকারের সাথে আলাপ আলোচনার চেষ্টা করছে সেখানে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে দেশী-বিদেশী নাগরিকদের প্রবেশাধিকার নিয়ে শর্ত জুড়ে দিয়ে এদেশেরই নাগরিকদের প্রতি বর্ণবাদী আচরণ করছে। তিনি আরো বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় আদিবাসীরাও জীবন বাজি রেখে দেশকে স্বাধীন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে অথচ আজ এই স্বাধীন দেশে আজও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়নি।

আনিসুর রহমান মল্লিক বলেন, আদিবাসীদের সব সমস্যাই ভূমি কেন্দ্রিক। কিন্তু সরকার আদিবাসীদের শত দাবি স্বত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন করার উদ্যোগ নেয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন তৈরি করলেও সেটি যথাযথভাবে কার্যকর করছে না। তিনি আদিবাসীদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিসহ আদিবাসীদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

সঞ্জীব দ্রং বলেন, আমরা বারবার সংবাদ সম্মেলন, মিছিল, মিটিং করে আমাদের দাবি জানাচ্ছি, আমাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু সরকার আমাদের কোন কথায় শুনছে না। তাই আজকে আদিবাসীরা বাধ্য হয়ে নিজ জন্মভূমিতে থাকার সাহস পাচ্ছে না।

তিনি সকলের কাছে প্রশ্ন রেখে বলেন, আমাদের রাষ্ট্র আসলে কার? এই রাষ্ট্র কি আদিবাসী, সংখ্যালঘুদের রাষ্ট্র বলা যাবে? তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের ২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনী অঙ্গীকার তুলে ধরে বলেন, ছয় সাত বছর হয়ে গেল সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এই সরকার। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকার এ ব্যাপারে এক লাইনও কোন কিছু লিখেছে কিনা সন্দেহ আছে। তিনি রাষ্ট্রকে আদিবাসীদের প্রশ্নে সংবেদনশীল হওয়ার ও আদিবাসীদের দেশের নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করার দাবি জানান।

রুহীন হোসেন প্রিন্স বলেন, বিচারহীনতার কারণেই আদিবাসীদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার, খুন, ধর্ষণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক যে রাষ্ট্র তখন গঠন হয়েছিল আজ আমাদের রাষ্ট্র আর সেরকম নেই। যার কারণে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পর আমাদের দেশের আদিবাসী, সংখ্যালঘুরা আজ সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার নির্বাচনের আগে আদিবাসী সংখ্যালঘুদের প্রশ্নে নানারকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তিনি সেইসব প্রতিশ্রুতিগুলো শুধু কাগজে কলমে না রেখে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে নিম্নলিখিত দাবিসমূহ উত্থাপন করা হয়:

১. উত্তরবঙ্গসহ সারাদেশের আদিবাসীদের উপর সহিংসতা বন্ধে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও আদিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

২. আদিবাসীদের উপর সহিংসতার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা; সহিংসতার শিকার আদিবাসী নারী, পুরুষ ও শিশুদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা প্রদান করা;

৩. দিনাজপুরের চিড়াকূটা সাঁওতাল গ্রামের আদিবাসীদের যথাযথ পুনর্বাসন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

৪. সমতলের আদিবাসীদের জন্য একটি পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন দ্রুত সংশোধন ও কার্যকর করা এবং খাস জমি-জঙ্গল-জলাধার ভূমিহীন ও দরিদ্র আদিবাসীদের মাঝে বন্টনের ব্যবস্থা করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা প্রত্যাহারের দাবি নাগরিক সমাজের

● কাপেং ডেস্ক >

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে বেসরকারি সংস্থা ইউএনডিপির কার্যক্রম মনিটর করা, সিএইচটি কমিশনের নাম পরিবর্তন করা, বিদেশী নাগরিকদের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণের জন্য এক মাস আগে অনুমতি নেয়া, পাহাড়ের আদিবাসীদের সাথে কেউ দেখা করতে চাইলে সেখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি থাকা, পাহাড়ী পুলিশ বা আনসার সদস্যদের দেশের অন্যত্র বদলি করাসহ আরো কিছু বিষয়ে একটি নির্দেশনা দেয়া হয়।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক এই বিশেষ নির্দেশনা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন-শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির গোলটেবিল মিলনায়তনে নাগরিক সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট গবেষক ও কলাম লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ।

সভাপতির বক্তব্যে সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত শুধু আদিবাসীদে নয় বরং দেশের সকল নাগরিকের মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করেছে। সাথে সাথে এটি সংবিধানের ৭, ২৭, ২৮ ও ৩২ ধারা লঙ্ঘনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকেও লঙ্ঘন করেছে। সৈয়দ আবুল মকসুদ আরো বলেন, নাগরিক সমাজ এই বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছে, সরকার আন্তরিক হলে এটা নিয়ে তাদের সাথেও আলোচনা করতে পারে। অন্যথায় এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা সর্বোচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খুবই পরিচিত একটি চুক্তি। বর্তমানে এই চুক্তিকে নসাৎ করার জন্য সরকারের ভিতরের একটি অংশ কাজ করে যাচ্ছে। অথচ এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশিরভাগ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

গোল টেবিল আলোচনায় আরো বক্তব্য রাখেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য, মানবাধিকারকর্মী হামিদা হোসেন, টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্য ব্যারিস্টার সারা হোসেন, সাংবাদিক আবু সাঈদ খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক হাফিজুর রহমান কার্জন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। প্রারম্ভিক বক্তব্য উপস্থাপন ও সভার সঞ্চালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস।

সরকারের প্রতি প্রশ্ন রেখে পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম কি কারাগার? যে সেখানে বসবাসরত আদিবাসীদের সাথে দেখা করতে গেলে সাথে একজন প্রশাসনের ব্যক্তি রাখতে হবে? জেলখানাতে এটা দেখা যায় যে বন্দীদের সাথে কেউ দেখা করতে গেলে সাথে প্রশাসন বা পুলিশের কেউ থাকে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে জেলখানা বানানোর ষড়যন্ত্র যারা করছে তারা এ দেশের শত্রু, পাকিস্তানি কায়েমী শক্তি তারা প্রয়োগ করতে চায়। তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, সেনাবাহিনী বা গোয়েন্দা বিভাগের সাম্প্রদায়িক রিপোর্ট দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিরাপত্তার চশমায় দেখবেন না। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি রাজনৈতিক সমস্যা। রাজনৈতিক উপায়েই দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের জন্য পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য তিনি দাবি জানান।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন যারা চান না তারাই এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বেসরকারি সংস্থাদের কার্যক্রম তদারকির জন্য এনজিও ব্যুরো থাকার পরেও বিশেষভাবে এটি তদারকির জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদি তাই হয় তাহলে পাহাড়ে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও উন্নয়নের নামে সেনাবাহিনীর যে অপারেশন উত্তরণ চলছে সেটিরও জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা দেশের জনগণ দেখতে চায়। এই তদারকির ব্যবস্থা না করলে এই সিদ্ধান্ত একপেশে ও অগ্রহণযোগ্য হবে।

তিনি বিজিবির সক্ষমতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে বলেন, এটি ভালো কথা। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে বিজিবির কাজ দেশের সীমানা সুরক্ষা করা। সেটা বাদ দিয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির নামে আদিবাসীদের জায়গা জমি দখল করে হেডকোয়ার্টার বানানো উচিত হবে না। সেনাবাহিনীর কাজ বিজিবিকে দিয়ে করানোর চেষ্ঠা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন এই কাজ শুভ ফল বয়ে আনবে না। তিনি আরো বলেন বিদেশী নাগরিকরা পার্বত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণে যেতে অনুমতি লাগবে আবার যে কেউ সেখানকার আদিবাসীদের সাথে দেখা করতে চাইলে সাথে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাউকে সাথে রাখতে হবে এইরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ নির্বুদ্ধিতা ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয় দেয়।

সিএইচটি কমিশনের নাম পরিবর্তনের অনুরোধের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এই কমিশনের সদস্য ব্যরিস্টার সারা হোসেন বলেন, এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই সংবিধান পরিপন্থী। তাছাড়া কোন একটি সংগঠনের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আছে কি? তিনি বলেন পাহাড়ী বন্ধুদের সাথে পার্বত্য অঞ্চলে দেখা করতে গেলে আলাপ করতে গেলে প্রশাসন, সেনাবাহিনী বা বিজিবি থাকতে হবে এই ধরণের সিদ্ধান্ত সত্যিই হাস্যকর। সাংবাদিক আবু সাইদ খান বলেন, রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যার কারণেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই রকম সাম্প্রদায়িক একটি নির্দেশনা দিয়েছে। বলপ্রয়োগ নয়, রাজনৈতিকভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান করতে হবে। এই রাষ্ট্র শুধু বাঙ্গালির রাষ্ট্র নয়, এই রাষ্ট্র দেশের আদিবাসী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সকলের।

অধ্যাপক মেসবাহ কামাল বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন নিয়েই এই বাংলাদেশের জন্ম। কিন্তু আজ রাষ্ট্র এই দেশেরই নাগরিক আদিবাসীদের প্রতি সাম্প্রদায়িক আচরণ করছে। তিনি স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তকে নির্লজ্জ সিদ্ধান্ত ও পার্বত্য চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক বলে অভিহিত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক হাফিজুর রহমান কার্জন বলেন, দেশের নাগরিকদের মানবাধিকার রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কাজ। কিন্তু আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এই ধরনের একটি সিদ্ধান্ত দেশের মানবাধিকারকেই লজ্ঘন করছে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিট করলে তা টিকবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। মুক্ত অলোচনায় আরো অংশ নেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খায়রুল রোকন, এ্যাডভোকেট নীলুফার বানু, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের ওয়াসিউর রহমান তন্ময়, নারী পক্ষের কামরুন নাহার প্রমুখ।

ঝিমাইপুঞ্জির খাসিয়াদের অবরোধমুক্ত

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

প্রশাসন খাসিয়াদের তথা আদিবাসীদের জন্য নির্ধারিত আমাদের সাংবিধানিক রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে বাগান মালিকদের চক্রান্তের অংশীদার হয়েছেন। আমরা খাসিয়াদের ভূমি অধিকার ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করাসহ তাদের ওপর যে বারবার অযাচিত হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে তা বন্ধ করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

অধ্যাপক রহমত উল্লাহ বলেন, সকল নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা করা সরকারের মূল দায়িত্ব। অথচ আদিবাসীরা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে। লীজ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসন প্রাকৃতিক বন রক্ষা ও আদিবাসীদের সুরক্ষার প্রতি খেয়াল না রেখে, এমনকি সরেজমিনে পরিদর্শন না করে প্রশাসন তাদের ইচ্ছেমত আদিবাসীদের অধিকার পরিপন্থী সবলদের পক্ষে লীজ দিয়েছেন। ভূমি আগ্রাসন বন্ধ করে ঝিমাইপুঞ্জির খাসিয়াদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি তিনি জোর দাবি জানান।

অধ্যাপক মেসবাহ কামাল বলেন, আদিবাসীরা যাতে আর নিপীড়িত না হয় সেজন্য আদিবাসীদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশ থেকে যেসব দাবিসমূহ উথাপন করা হয় তাহলো: অবিলম্বে ঝিমাই পুঞ্জিতে প্রবেশের সকল বাঁধা দূর করা এবং খাসিয়া আদিবাসীদের উপর হয়রানি ও জুলুম বন্ধ করা; জাতীয় ও উচ্চ পর্যায়ের সংলাপের মাধ্যমে ঝিমাইসহ সকল পুঞ্জির খাসিয়াদের ভূমি সমস্যার সমাধান করা; শুধু স্থগিতাদেশ নয়, অবিলম্বে খাসিয়া পুঞ্জির গাছ কর্তনের অনুমতি বাতিল করা; জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাধ্যমে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা তদন্ত করা ও অবিলম্বে সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করা।

ভূমি অফিসগুলোই আদিবাসীদের ভূমি

(২২ পৃষ্ঠার পর)

এলাকায় আদিবাসীদের জমি বিনা অনুমতিতে বিক্রি হয়েছে। স্টেইট একুইজেশন অ্যান্ড ট্যানেন্সি এ্যাক্ট এর ৯৭ ধারা অনুযায়ি এটি বিধি বহির্ভূত। এক্ষেত্রে অনেক আইন বিশেষজ্ঞের অভিমত, সরকার চাইলে একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে এসব জমি হস্তান্তর বাতিল করতে পারে। এছাড়া রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অনেক জায়গায় বন বিভাগ সামাজিক বনায়ন এর নামে জমি দখল করেছে। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই আদিবাসী সমাজে বিভিন্ন মানুষের নামে এ জমিগুলোর রেকর্ড আছে। আবার অনেক জায়গায় আদিবাসীরা খাস জমিতে বসবাস করে আসছে, সেগুলো আদিবাসীদের মধ্যে বিতরণ করলে উপকার পাওয়া যাবে। অথচ দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে আদিবাসীরা অগ্রাধিকার পাচ্ছে না, এমনকি খাস জমি বিতরণ থেকে বিরোধ তৈরি হচ্ছে।

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, জরিপ থেকে বয়ান এই গ্রন্থটি সমতলের তথা উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যার প্রকৃত চিত্র, জমি হারানো প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারনা ও ভূমি বিষয়ক নীতিনির্ধারণী আলোচনাকে আরো বেগবান করতে সাহায্য করবে।

এছাড়াও গ্রন্থ প্রকাশনা অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, সৈকত বিশ্বাস, প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, অক্সফাম; রতন সরকার, পরিচালক, ইনসিডিন বাংলাদেশ; পারভেজ হোসেন, প্রকাশক, সংবেদ প্রকাশনী; পল্লব চাকমা, নির্বাহী পরিচালক, কাপেং ফাউন্ডেশন প্রমুখ।

দিনাজপুরের চিড়াকূটা সাঁওতাল আদিবাসী গ্রামে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের বিচার দাবিতে জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সংবাদ সম্মেলন

● **কাপেং ডেস্ক** >

দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার হাবিবপুর (চিড়াকূটা) সাঁওতাল গ্রামের আদিবাসীদের উপর হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের বিচার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ।

২৬ জানুয়ারি সকালে দিনাজপুর প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন লিখিত বক্তব্যে বলেন, পার্বতীপুর উপজেলার হাবিবপুর (চিড়াকুটা) গ্রামে ২৪ জানুয়ারি আদিবাসীদের দখলে থাকা ১৯ একর জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে ভূমিদস্যুর লোকজনের সঙ্গে আদিবাসীদের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট নারীদের শ্লীলতাহানিসহ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয় যা ১৯৭১ সালের বর্বরতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘটনার পরেরদিন জাতীয় আদিবাসী পরিষদ নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল গিয়ে প্রত্যক্ষ করেন যে, সাঁওতাল জনগনের সবকিছু লুট হয়ে গেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, চাল-ডাল, হাঁড়ি-পাতিল, জামা-কাপড়, গরু, ছাগল, শুকর, ভেড়া, হাঁস-মুরগি, থালা-বাসন, সেলাই মেশিন, নগদ টাকা, ঘরের টিন, শ্যালোমেশিন, টিউবওয়েল, টিভি, ভ্যান, সাইকেল, সোনার গয়নাসহ যাবতীয় মালামাল ভূমিদস্যু সন্ত্রাসীরা লুট করে নিয়ে যায়। হামলার সময় একজন গর্ভবতী নারীসহ আদিবাসী নারীদের মারপিট ও শ্লীলতাহানি করা হয়। হামলাকারীরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করার পূর্বে আদিবাসীদের বাড়ি-ঘরেও আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

সরেজমিনে জানা যায়, যে জমি নিয়ে বিরোধের সুত্রপাত্র তার মূল মালিক ছিলেন মৃত রঘুনাথ টুডুর ছেলে যোসেফ টুডু। এই জমিটি তারা ১৯৭২ সাল থেকে পত্তনি দলিল তৈরির মাধ্যমে ভোগ দখল করে আসছিল। তবে গত কয়েক বছর ধরে জহুরুল ইসলাম নামের ভূমিদস্যু সরকারি কিছু অসৎ কর্মকর্তা কর্মচারির সহায়তায় ভুয়া বিনিময় দলিল সৃষ্টি করে এই জমিটি দখলের পায়তারা করে বলে ভূক্তভোগীরা জানান।

গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে গ্রামের অধিকাংশ পুরুষ বিভিন্ন গ্রামে পালিয়ে যাওয়ায় গ্রামটি পুরুষ শূন্য হয়ে পড়েছে। প্রশাসন তাৎক্ষণিকভাবে পরিবার প্রতি ১০ কেজি চাল ও একটি কম্বল দিয়েছেন। আদিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্তমানে হাবিবপুর চিড়াকুটা গ্রামে একটি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। তারপরও আদিবাসীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে।

সংবাদ সম্মেলনে ২৪ জানুয়ারির ঘটনার হামলাকারী, অগ্নিসংযোগকারী ও লুটপাটকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তির বিধান, ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী পরিবারগুলোকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দান ও পুনর্বাসন, আদিবাসী গ্রামের নারী-পুরুষ-শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করার দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর নাগরিক সমাজের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ আলতাফ হোসাইন, সাংস্কৃতিককর্মী মইনউদ্দিন চিস্তি, আদিবাসী সমাজ উন্নয়ন সমিতির সভাপতি এ্যাডভোকেট গণেশ সরেন, আদিবাসী নেতা সুভাষ চন্দ্র হেমব্রম, আদিবাসী ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিভূতি ভূষণ মাহাতো, হেমন্ত মাহাতো, নকুল পাহান, রতিশ টপ্য, দেবতা হেমব্রম, আলোক জান্ডার হাঁসদা প্রমুখ।

আদিবাসীদের মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৪

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

তিনি এর বিরুদ্ধে সকলকে কাজ করার আহ্বান জানান এবং আদিবাসীর প্রতি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচারের দাবি জানান।

সঞ্জীব দ্রং বলেন, যে কোন ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে দেশের সংখ্যালঘু, আদিবাসী মানুষদের প্রতি নির্যাতন-নিপীড়নের ঘটনা বেড়ে যায়। বছরের শুরু থেকে আদিবাসীদের উপর একর পর এক সহিংসতার ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। আজকে আমরা আদিবাসীরা আমাদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো প্রকাশ করছি। রাষ্ট্র নিশ্চয় এগুলো ইতিবাচকভাবে দেখবে এবং আদিবাসীদের মানবাধিকার রক্ষার ব্যবস্থা নিবে।

সভাপতির বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধারা এখন দেশত্যাগ করছে। কখন একজন মুক্তিযোদ্ধা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়? আদিবাসীদের উপর এভাবে নির্যাতন নিপীড়ন চললে আগামীতে আরো অনেক আদিবাসী দেশত্যাগ করবে বলে তিনি শঙ্কা প্রকাশ করেন। আদিবাসীদের প্রতি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার এবং অপরাধীদের দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে সরকার এবং প্রশাসনকে বের হয়ে এসে অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানান।

বাংলাদেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার বিষয়ক রিপোর্ট ২০১৪ এর সম্পাদনা করেছেন প্রফেসর মংসানু চৌধুরী ও কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা। মানবাধিকার রিপোর্টের কন্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করেছেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সহ সাধারণ সম্পাদক বিনোতাময় ধামাই; বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সদস্য পার্বতী রায়; কাপেং ফাউন্ডেশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী বাবলু চাকমা; আদিবাসী মানবাধিবার ডিফেন্ডার নেটওয়ার্কের সদস্য সায়ন দেওয়ান; জাতীয় আদিবাসী পরিষদের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মানিক সরেন; আদিবাসী মানবাধিবার ডিফেন্ডার নেটওয়ার্কের সদস্য অন্ময় কিরন চাকমা; বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সদস্য সিলভিয়া খিয়াং ও কাপেং ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা মঙ্গল কুমার চাকমা।

বাংলাদেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৪ এর সারাংশ

বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও ৫৪টির অধিক আদিবাসী জাতি শত শত বছর ধরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে আসছে। বাংলাদেশের সংবিধান এসব নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুদেরকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার আদিবাসীদেরকে 'উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়' হিসেবে অভিহিত করেছে। সেই সাথে বাংলাদেশের জনগণকে জাতি হিসেবে বাঙালি পরিচিতি প্রদান করার ফলে এসব আদিবাসী জাতিসমূহকেও 'বাঙালি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অধিকন্তু ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত 'আদিবাসী' শব্দটির পরিবর্তে ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়ে নির্বাচনী ইশতেহারে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আদিবাসীদেরকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও ট্রাইবাল হিসেবে অভিহিত করেছে।

২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ উপজেলা নির্বাচনে আদিবাসী প্রার্থীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৮টি চেয়ারম্যান পদে, ২০টি পদে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান (পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতল অঞ্চলে) নির্বাচিত হয়। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে আরো ১৭ জন আদিবাসী পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী হয়। অন্যদিকে ২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সমতলের একজন সহ ৪ জন আদিবাসী এমপি নির্বাচিত হন। তবে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ব ও পরবর্তী সহিংসতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে একজন হত্যা, ১০ জন অপহরণ, ৪ জন নির্যাতন এবং ১ জন হুমকির শিকার হন। সমতলে নওগাঁ জেলায় আদিবাসীদের ১০টি বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও ৫টি বাড়িতে ভাংচুর করা হয়।

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ অনেকগুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি ও কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে এবং বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাউন্সিলে ২০১৫-১০১৭ সালের জন্য সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। নাগরিক হিসেবে আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা করা, সম্মানকরা ও পরিপূরণ করা বাংলাদেশের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তবে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা প্রায়ই আন্তর্জাতিক আইনে সন্নিবেশিত আদিবাসীদের মানবাধিকারগুলো খর্ব করে চলেছে।

আরো লক্ষণীয় বিষয় যে, অনেক সময় সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তি, সংস্থা কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন হলেও তা প্রতিরোধে রাষ্ট্র নিষ্ক্রিয় থাকে। এ কারণেই মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহ একই ধরনের আরো ঘটনা ঘটাতে উৎসাহিত হয়, যা সামগ্রিকভাবে আদিবাসীদের চরম নিরাপত্তাহীন করে তোলে।

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের পরিস্থিতি

গত বছরের পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের আদিবাসীদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘনের হার তুলনামূলকভাবে বেড়ে গেছে। বাঙালি সেটেলার এবং ভূমি দস্যুরা আদিবাসীদের উপর ৭টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত করেছে এবং তাদের বাড়ি এবং সম্পত্তি লুট করেছে। অন্তত ৮ জন আদিবাসীকে হত্যা করা হয়েছে (যৌন সহিংসতায় ৭ জন আদিবাসী নারী হত্যা ছাড়াও) এবং ৫ জন আদিবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে যাদের সাজানো মামলায় আসামী বানানো হয়েছে। একই সময়ে অন্তত ১২৬ জন আদিবাসীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। অধিকাংশ নির্যাতনই বাঙালি সেটলার এবং ভূমিদস্যুদের দ্বারা হয়েছে। পাবর্ত্য চট্টগ্রামে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে ৫৪টিরও বেশি আদিবাসীদের ঘরবাড়ি বাঙালি সেটেলাররা পুড়িয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এটি খুবই দুঃখজনক যে, খুব কম দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সেই সাথে অভিযুক্ত কাউকে কোন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও প্রদান করা হয়নি।

বান্দরবান জেলার আলিকদম-থানচি মধ্যবর্তী পাহাড়ি এলাকায় ১৫০টি পরিবারের অন্তত ৫০০ জন লোক নিরাপত্তার অভাবে মায়ানমারে দেশান্তরিত হয়েছে, যেখানে সমতলে ৬০টি পরিবারের ৩০০ জন আদিবাসী সাম্প্রদায়িক আক্রমনের কারণে এবং ভূমি দস্যুদের ভয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অন্তত ৪ টি বৌদ্ধ মন্দির এবং সমতলের একটি হিন্দু মন্দিরে লুটপাট ও ভাংচুর চালানো হয়। দুইটি বৌদ্ধ মূর্তি নির্মাণে ভীতি প্রর্দশন করা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশনায় নির্মাণ কাজ বন্ধ করা হয়। আরো জানা যায় যে, বান্দরবানের কথিত লাদেন গ্রুপ ২০ জন ম্রো ও ত্রিপুরা শিশুকে শিক্ষার নামে লামা উপজেলা থেকে ঢাকায় নিয়ে যায়। এসব শিশুদের পরে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

ভূমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের পরিস্থিতি

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে স্বীকৃত আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার বাংলাদেশ সরকার সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে চলেছে। এর ফলে শুধু আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে না, সেই সাথে ভূমিকে কেন্দ্র করে প্রায়ই আদিবাসী ও মূলধারার বাঙালি ভূমিদস্যুদের মধ্যে সহিংসতা বাড়ছে। ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে ভূমিদস্যু কর্তৃক আদিবাসীদের ভূমি জবরদখলের ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। মূলধারার জনগণ, প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং সরকার কর্তৃক ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অবৈধ দখলের কারণে আদিবাসীদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে।

২০১৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় ৩,৯১১ একর ভূমি সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তি কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং সেখানে ৮৪,৬৪৭ একর ভূমি জবরদখল ও অধিগ্রহণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বনবিভাগ কর্তৃক ৮৪,৫৪২ একর ভূমি রক্ষিত (রিজার্ভ) ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা করে জুম্মদের জুম ও মৌজা ভূমি দখলের প্রক্রিয়া চলছে। বিজিবি আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর ধারা লঙ্ঘন করে ভূমি অধিগ্রহণ বা দখল করেছে।

সমতলে বছরব্যাপী ১০২টি আদিবাসী পরিবার নিজেদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের শিকার হয়েছে এবং ৮৮৬টি পরিবার উচ্ছেদের হুমকির মধ্যে রয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছে সমতলের ৩০০ পরিবার। আদিবাসীদের ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে সমতল অঞ্চলের ৮৯টি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ৬৪ টি আদিবাসী পরিবার ভূমিদস্যু কর্তৃক সংঘটিত আক্রমণের শিকার হয়েছে। ভূমি সংক্রান্ত সাজানো মামলায় ১০ জন আদিবাসীকে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১০৬ জনও সমতল অঞ্চলে ৪৪ জনসহ মোট ১৫০ জন আদিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিগত বছরগুলোর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, আগের বছরগুলোর তুলনায় ২০১৪ সালে ভূমি দস্যুদের আগ্রাসন বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমিদস্যু কর্তৃক ভূমি জবরদখল, মিথ্যা মামলা ও হয়রানি, শারীরিক হামলা, আদিবাসী নারীর উপর যৌন হয়রানি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের বিচারিক প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রীতা এবং আদিবাসীরা গরিব ও অশিক্ষিত হওয়ার কারণে দীর্ঘদিন মামলা চালনো কঠিন হয়ে পড়ে। যার ফলে আদিবাসীরা ভূমিদস্যুদের কাছে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

আরো দেখা যায়, ভূমি দখলের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যক্তিরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার চৌগ্রাম ইউনিয়নের আওয়ামী-লীগের সাধারণ সম্পাদক ওঁরাও পরিবারের উপর হামলায় জড়িত ছিল। এছাড়াও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের জনৈক প্রসিকিউটর এবং ক্ষমতাসীন দলের একজন এমপি–যিনি জাতীয় মহিলা সংস্থারও চেয়াররম্যান– তাদের বিরুদ্ধে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় গৃহীত লীজের বাইরেও আদিবাসীদের ভূমি দখলের অভিযোগ পাওয়া যায়।

আদিবাসী নারী ও শিশুদের অধিকারের অবস্থা

যদিও বাংলাদেশের সংবিধান সকল নাগরিকের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে, তবুও দেশের সংখ্যালঘুরা প্রতিনিয়ত নানা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে আদিবাসীরা আরো বেশি বৈষম্যের শিকার হয়। ২০১৪ সালে ১২২ জন আদিবাসী নারী ও শিশু যৌন ও শারীরিক সহিংসতার শিকার হয়। ২০১৪ সালে আদিবাসী নারীদের উপর সহিংসতার ঘটনা মোট ৭৫টি ঘটেছে। ৭৫টি ঘটনার মধ্যে ৫১টি ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে ও বাকি ২৪টি সমতলে। ২০১৩ সালে মোট ৬৭ জন নারী সহিংসতার শিকার হয়। গত বছরের তুলনায় এ বছর সহিংসতার মাত্রা দ্বিগুণ বেড়েছে। ব্যাপক মাত্রায় আদিবাসী নারী ও শিশুদের উপর যৌন হয়রানি বৃদ্ধি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

২০১৪ সালে ৭ জন আদিবাসী নারী ও শিশুকে ধর্ষনের পর হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে ১২ জন এবং সমতল অঞ্চলে ৭ জনসহ মোট ২১ জন আদিবাসী নারী ও শিশু ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। ৬২ জন আদিবাসী নারী ও শিশু অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘন যেমন শারীরিক লাঞ্ছনা/যৌন হয়রানি ইত্যাদির শিকার হয়েছে। তাছাড়া ২২ জন আদিবাসী নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে এবং ১০ জনকে অপহরণ ও অপহরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

ঘটনার শিকার ৬০% ভিকটিম হচ্ছে শিশু, যাদের বয়স ৪ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে এবং বাকি ৪০% ভিকটিম হচ্ছে ১৮ বছরের উর্দ্ধে। ৯১%-এর মত ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার বাঙালি ও সমতলে বাঙালি দ্বারা সংগঠিত হয়েছে এবং ৪ শতাংশ ঘটনা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

কাপেং ফাউন্ডেশনের রিপোর্ট অনুযায়ী এ বছর প্রায় ৫০ আদিবাসী নারী ও শিশু ধর্ষণ, ধর্ষণের চেষ্টা এবং গণধর্ষণের শিকার হয়। পক্ষান্তরে 'আইন ও সালিশ কেন্দ্রের' রিপোর্ট অনুসারে, ২০১৪ সালে প্রায় ৬১৫ জন নারী ও শিশু যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। উল্লেখিত দুই সংস্থার হিসাব অনুসারে মোট ৬৬৫ জন ভিকটিমের মধ্যে ৭.৫২% হচ্ছে আদিবাসী যেখানে আদিবাসীরা মোট

জনসংখ্যার মাত্র ১.৮০%। অবশিষ্ট ৯২.৪৮% ভিকটিম হচ্ছে বাঙালি যারা দেশের মোট জনসংখ্যার ৯৮.০%। এ পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার যে, যৌন সহিংসতায় বাঙালি নারীদের চেয়ে আদিবাসী নারীদেরকেই বেশি লক্ষ্য করা হয়। জাতিগত ও সংস্কৃতি ভিন্নতার কারণে এই সহিংসতা ঘটে বলে ধারণা করা হয়। ভূমি দখল, ভূমি থেকে উচ্ছেদের প্রয়াসে প্রধান অস্ত্র হিসেবে আদিবাসী নারীদের উপর যৌন সহিংসতা চালানো হয়। আদিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যেই এ সমস্ত সহিংসতার প্রধান উদ্দেশ্য।

৭৫টি ঘটনার মধ্যে ৪২টি ঘটনায় শারিরীক ও যৌন নিপীড়নের মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৬টি স্থানীয় সালিশি দ্বারা মীমাংসিত হয়েছে। যদিও মামলা দায়েরের পর কয়েকজন অপরাধীকে গ্রেফতার ও জেলে প্রেরণ করা হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ সময় তারা বিভিন্নভাবে প্রভাব কাটিয়ে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। এই দায়মুক্তির সংস্কৃতির কারণে এ ধরনের ঘটনা দেশে ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নানা অপ্রত্যাশিত কারণে, যেমন- মামলা তদারকির অভাব, জটিল দীর্ঘমেয়াদী বিচারিক পদ্ধতি, সচেতনতার অভাব, পর্যাপ্ত আইনি সহায়তার অভাব, প্রলম্বিত প্রক্রিয়ার কারণে মামলা চালিয়ে যাওয়ার অনীহা, আর্থিক সামর্থ্যের অভাব ইত্যাদি কারণে দেশের বিভিন্ন আদালতে আদিবাসী নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংক্রান্ত অসংখ্য মামলা ঝুলে রয়েছে।

যুব, শিশু এবং শিক্ষার অধিকারের বর্তমান অবস্থা

এই দেশে আদিবাসী শিশুদের সামগ্রিক অবস্থা এবং শিক্ষার অধিকারের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। আদিবাসী যুব এবং শিশুদের মানবাধিকারের ইস্যুটি প্রায় উপেক্ষিত; এ নিয়ে খুব বেশী আলোচনাও হয়নি। বাংলাদেশ সম্প্রতি শিশু অধিকার কনভেনশন এর আলোকে শিশুদের অধিকারকে শ্রদ্ধা, রক্ষা এবং প্রতিপালনের জন্য শিশু আইন ২০১৩ পাশ করেছে। বস্তুত এই আইন কাগজে কলমেই রয়ে গেছে, আইনের ধারাগুলো সরকার যথাযথভাবে এখন পর্যন্ত পূরণ করতে পারেনি। পাশাপাশি আদিবাসী শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট কোন ধারা বা তাদের সম্পর্কে কোথাও কোন কিছু এই আইনে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে ২০১৪ সালে এসেও আদিবাসী শিশুদের অধিকার প্রচণ্ড ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে।

সামান্য কিছু উন্নয়ন ছাড়া ২০১৪ সালে শিক্ষার সার্বিক অবস্থাও একই ইঙ্গিত দিচ্ছে। যদিওবা শিক্ষা বিষয়ে সরকারের কিছু উদ্যোগ ভালো হতে পারতো তথাপি সেগুলো শিক্ষার অধিকারের ব্যাপারে সহিংসতাই বাড়িয়েছে। আদিবাসীদের জমির উপর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার নির্মাণকে কেন্দ্র করে দিঘীনালা উপজেলার শতাধিক আদিবাসী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সরকারি উদ্যোগের কারণে আদিবাসীদের মধ্যে ভূমি হারানোর শঙ্কা তৈরি হয়েছে। মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম গত দুই বছরেও চালু না হওয়ার কারণে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম পিছিয়ে পড়েছে। পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের অভাবের কারনে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাচ্ছেনা বলে সরকার দাবি করছে।

৩৪তম বিসিএস পরীক্ষার সংশোধিত ফলাফলে যে ২৮০ জন আদিবাসী পরীক্ষার্থীর ফলাফল বাদ পড়েছিল, তারা ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উচ্চ আদালতের নির্দেশনায় লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাওয়ার বিজয় অর্জন করে। ২০১৪ সালের মে মাসে মাধ্যমিক শিক্ষাকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের সুবিধাবঞ্চিত আদিবাসীদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করে। এছাড়াও বাংলাদেশের আদিবাসীদের মাতৃভাষা নিয়ে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার সরকারি পদক্ষেপ আদিবাসীদের বিপন্ন ভাষাগুলো সংরক্ষণের উদ্যোগকে শক্তি যুগিয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি: বর্তমান অবস্থা ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

এই বছর বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যকার ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৭ বছরে পর্দাপণ করেছে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আছেন এবং সেই সাথে ২০১৪ সালে দ্বিতীয় বারের মত অবারো ক্ষমতায় থাকে। কিন্তু দীর্ঘ ৬ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মূল বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

২০১৪ সালের ১২ জানুয়ারি নতুন সরকার গঠনের পর সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। তার মধ্যে (১) পার্বত্য জেলা পরিষদে ৫ টি বিষয়/বিভাগ হস্তান্তর; (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ প্রণয়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শকে পাশ কাটিয়ে ও জনগনের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধিত) আইন ২০১৪ এর সংশোধন বিল সংসদে পাশ করা; (৩) ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্ক ফোর্স এর একটি সভা আয়োজন করা; (৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধনের জন্য দুইটি সভা আয়োজন করা।

অপরদিকে সরকারের কিছু কিছু পদক্ষেপ বির্তকের সৃষ্টি করেছে। যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (১) রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা কঠোর প্রতিবাদ করে; কারণ আদিবাসীরা মনে করে এ প্রতিষ্ঠানসমূহ ঐ অঞ্চলে আদিবাসীদের পুনরায় ভূমি থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে (২) বিজিবি এবং আর্মির মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ করে ক্যাম্প ও পর্যটন কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা, বনবিভাগের মাধ্যমে রক্ষিত ও সংরক্ষিত বন ঘোষণার নামে ব্যাপক এলাকা অধিগ্রহণের উদ্যোগ এবং রাবার প্লানটেশনের নামে একহাজার একরের বেশি জমি লিজিংয়ের মাধ্যমে আদিবাসীদের ভূমির মালিকানা নেয়া।

সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ২৯ নভেম্বর ২০১৪ সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করে, সরকার যদি ৩০ এপ্রিল ২০১৫ এর মধ্যে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে ১ মে থেকে অসহযোগ আন্দোলন করবে। এতে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতির চরম অবনতির আশঙ্কা রয়েছে।

>> আদিবাসীদের মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৪: পৃষ্ঠা ২১

আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দখল, দোষীদের শাস্তির আওতায় না আনা, বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আদিবাসীদের সচেতনতার অভাব ও অনভিজ্ঞতা, পার্বত্য চট্টগ্রামে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়া আদিবাসী নারীদের উপর সহিংসতার অন্যতম কারণ।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের যুগ্ম আহ্বায়ক চৈতালী ত্রিপুরা মূল বক্তব্যে বলেন, ২০১৪ সালে বাংলাদেশে আদিবাসী নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে মোট ৭৫ টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। ৭৫টি ঘটনার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৫১টি এবং সমতল অঞ্চলে ২৪টি। ২০১৩ সালে এই সহিংসতার ঘটনা ছিল ৪৮টি যার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৩২টি এবং সমতলে ১৬টি। বলা যায় যে, ২০১৩ সালের তুলনায় গত বছর আদিবাসী নারী ও শিশুদের উপর যৌন ও শারীরিক সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতির ইঙ্গিত দেয়। ২০১৪ সালে পরিসংখ্যান অনুযায়ী যৌন ও শারীরিক সহিংসতার শিকার হয়েছে ১১৭ জন নারী ও শিশু। তাদের মধ্যে ধর্ষণ এবং গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ২১ জন আদিবাসী নারী ও শিশু, ধর্ষণের পর হত্যা ৭ জন, শারীরিক লাঞ্ছনা ও আক্রমণের শিকার ৫৫ জন, ধর্ষণের চেষ্টার শিকার ২১ জন, অপহরণ ও অপহরণের চেষ্টা শিকার ১১ জন, যৌন হয়রানি ২ জন আদিবাসী নারী ও শিশু। ২০১৩ সালে আদিবাসী নারী ও শিশু সহিংসতার শিকারের এই সংখ্যা ছিল ৬৭ জন। ২০১৩ সালের সহিংসতার শিকার আদিবাসী নারী ও শিশু থেকে ২০১৪ সালে ৫০ জন বেশি শিকার হয়েছে, যার অর্থ হলো ২০১৩ সাল থেকে ২০১৪ সালে দেড় গুণ বেশি আদিবাসী নারী ও শিশু যৌন ও শারীরিক সহিংসতার শিকার হয়েছে ।

২০১৪ সালে যৌন ও শারীরিক সহিংসতার শিকার আদিবাসী নারী ও শিশুর মধ্যে ৫৭% হচ্ছে শিশু, যাদের বয়স ৪ থেকে ১৮ বছরের নীচে। আর ৪৩% ভিকটিম হচ্ছে ১৮ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সের নারী। আর ৯১% ঘটনা সেটেলার বাঙালি বা বাঙালি ভূমিগ্রাসীদের দ্বারা, ৪% ঘটনা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এবং অবশিষ্ট ঘটনা আদিবাসী ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। ২০১৪ সালে সংঘঠিত ৭৫টি ঘটনার মধ্যে ৪২টি ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে। যদিও প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়নি। এমনকি কোন কোন মামলায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হলেও তাদের মধ্যে অধিকাংশ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি কয়েকদিনের মধ্যে জামিনে জেল থেকে বের হয়ে এসেছে ।

অধিকাংশ অপরাধী ভূমি জবরদখলের উদ্দেশ্যে আদিবাসী নারী ও শিশুদের উপর যৌন ও শারীরিক সহিংসতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আদিবাসীদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করা এবং ত্রাস সৃষ্টি করে জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যেই আদিবাসী নারী ও শিশুদের উপর সহিংসতা চালানো হয়ে থাকে। অধিকাংশ সহিংসতার ঘটনা আদিবাসী এবং প্রভাবশালী বাঙালি বা সেটেলার বাঙালিদের মধ্যে ভূমি বিরোধের কারণে ঘটে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বাঁচানোর জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়িতে সবিতা চাকমাকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় পুলিশ অত্যন্ত সুচতুরভাবে সন্দেহভাজন শ্রমিকদের নাম উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে মামলায় অন্তর্ভুক্ত করেনি এবং তাদেরকে গ্রেফতারেরও কোন চেষ্টা করেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী নারীর উপর সংঘটিত যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, হত্যা ও অপহরণের বিরুদ্ধে যতগুলো মামলা হয়েছে সেসব মামলায় কোন দোষী ব্যক্তি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পেয়েছে এমন কোন নজির নেই। দেশের সমতল অঞ্চলে দু/একটি মামলায় আদালত অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত ও শাস্তির রায় দিলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ঘটনায় ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধীরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে যায় এবং ফলশ্রুতিতে অপরাধীরা সম্পূর্ণভাবে দায়মুক্তি পেয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে সহিংসতার শিকার আদিবাসী জুম্ম নারীরা ন্যায় ও সুবিচার থেকে বরাবরই বঞ্চিত হয়ে আসছে। এতে করে অপরাধীরা এ ধরনের অপরাধ সংঘটনে প্রকারান্তরে আরো উৎসাহিত হয় বলে প্রতীয়মান হয়। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৪ সালে আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতা ঘটনা দেড় গুণ বেশি সংঘটিত হওয়ার পরিসংখ্যান তার সাক্ষ্য বহন করে। আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো সাম্প্রদায়িক নীতি, দোষীদের দায়মুক্তি অর্থাৎ শাস্তির আওতায় না আনা, বিচার বিভাগের প্রলম্বিত বিচার প্রক্রিয়া ও বিরূপ পরিবেশ, বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আদিবাসীদের সচেতনতার অভাব ও অনভিজ্ঞতা, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দুর্নীতি ও অনিয়ম, আদিবাসীদের দুর্বল প্রথাগত প্রতিষ্ঠান, ভূমি জবরদখল ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়া, সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত আইনি ও বস্তুগত সহায়তার অভাব, ঘটনার অব্যাহত অনুগামী কর্মসূচি ও পরীবিক্ষণের অভাব, ঘটনার শিকার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব, জাতীয় পর্যায়ের মানবাধিকার ও নারী সংগঠনের বলিষ্ঠ ভূমিকার অভাব ইত্যাদি।

বস্তুত, আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতার পেছনে অন্যতম একটি লক্ষ্য হলো পাশবিক লালসার পাশাপাশি আদিবাসীদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করা, আতঙ্ক সৃষ্টি করে তাদের জায়গা-জমি থেকে বিতাড়ন করা এবং চূড়ান্তভাবে তাদের জায়গা-জমি বেদখল করা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রায় ১৭ বছর অতিক্রান্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ এখনো নিষ্পত্তি না হওয়ায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীর উপর সহিংসতাসহ ভূমিকে কেন্দ্র করে আদিবাসীদের উপর প্রতিনিয়ত হামলা, হত্যা, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে। আদিবাসী নারীর নিরাপত্তার স্বার্থে তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ অতি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয় মন্ত্রণালয় কর্তৃক যৌথভাবে চূড়ান্তকৃত ১৩-দফা সংশোধনী প্রস্তাব অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন সংশোধন করা অত্যাবশ্যক।

সমতল অঞ্চলেও আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ভূমি কমিশন গঠনের জন্য সরকার ২০০৮ এবং ২০১৪ সালে যথাক্রমে অনুষ্ঠিত ৯ম ও ১০ম জাতীয় সংসদে নির্বাচনে অঙ্গীকার করেছে। কিন্তু সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ তো গ্রহণই করেনি, এমনকি কোন আলোচনাও করেনি। গত ১২ জানুয়ারি বর্তমান মেয়াদে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর সরকার এ বিষয়ে এখনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

আদিবাসী নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় আদিবাসী নারীরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালের ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে ইউপিআর অধিবেশনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দায়মুক্তির সংস্কৃতির অবসান ও নারীর উপর সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান সত্ত্বেও এধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি এবং ফলশ্রুতিতে বিগত সময়ে পরিস্থিতির কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

তিনি উল্লেখ করেন-আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুয়ারী ২০১৪ সালে সারাদেশে মোট ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্ষণ ও দলগত ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৬১৫ জন নারী। অন্যদিকে কাপেং ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী সারাদেশে ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্ষণ ও দলগত ধর্ষণের শিকার হয়েছে কমপক্ষে ৮৩ জন আদিবাসী নারী। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের দেয়া ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্ষণ ও দলগত ধর্ষণের শিকার ৬১৫ জন নারীকে যদি মূল জনগোষ্ঠীর বাঙালি নারী হিসেবে ধরা হয়, তাহলে ২০১৪ সালে বাঙালি ও আদিবাসী নারীর ভিকটিমের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৯৮ জনে। এই তথ্য অনুসারে দেখা যায় যে, সারাদেশে মোট ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্ষণ ও দলগত ধর্ষণের শিকার ৬৯৮ জন নারীর মধ্যে প্রায় ১২% ভিকটিম হচ্ছে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর, যারা দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১.২%। অপরদিকে ৬৯৮ জনের মধ্যে ৮৮% বাঙালি জনগোষ্ঠীর, যারা দেশের মোট জনসংখ্যার ৯৮.৯%। এ তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, জাতিগত ভিন্নতার কারণে আদিবাসী নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশি যৌন সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের ৬১৫ জনের মধ্যে যদি আদিবাসী নারী ভিক্টিমরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে আদিবাসী নারীর সহিংসতা শিকারের শতকরা হার আরো বেড়ে যাবে। ২০১৪ সালে কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামে ৩৫ জন আদিবাসী নারী ও শিশু ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্ষণ ও দলগত ধর্ষণের শিকার হয়েছে। সারাদেশের ৬৯৮ জন ভিকটিমে বিপরীতে হিসাব করলে ৫.০% ভিকটিম হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নারী ও শিশু; যাদের মোট জনসংখ্যা ১%-এর কাছাকাছি। অথচ ২০১৪ সালের মে মাসে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১৩তম অধিবেশনে সরকারের প্রতিনিধি বলেছেন যে, সারাদেশের তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীর উপর যৌন সহিংসতা অত্যন্ত কম।

তিনি আরো বলেন ২০১৪ সালের ধারাবাহিকতায় এবছর প্রথম এক মাসের মধ্যে আদিবাসী নারীদের উপর সহিংসতা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সম্প্রতি রাজবাড়ি জেলায় পাংশায় আদিবাসী মা এবং মেয়েকে গণধর্ষণ, রাঙ্গামাটি জেলায় কাউখালীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণ, দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে ভূমি দখলকে কেন্দ্র করে আদিবাসী নারীদের শ্লীলতাহানি এবং খাগড়াছড়িতে প্রতিবন্ধী নারী ধর্ষণের ঘটনা আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক এসব ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

পরিশেষে তিনি আদিবাসী নারীদের পক্ষে বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের নিম্নলিখিত দাবিগুলো উপস্থাপন করেন–

১. আদিবাসী নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা বন্ধে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

২. আদিবাসী নারী ও শিশুর উপর সহিংসতার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা।

৩. সহিংসতার শিকার আদিবাসী নারী ও শিশুদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা প্রদান করা।

৪. জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদে দ্বিতীয় বার ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ-এর সময় নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতি অবসানে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা।

৫. আদিবাসী নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সহিংসতা বন্ধের স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা এবং এ লক্ষ্যে-

(ক) সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (রোড ম্যাপ) ঘোষণা করা।

(খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয় মন্ত্রণালয় কর্তৃক যৌথভাবে চূড়ান্তকৃত ১৩-দফা সংশোধনী প্রস্তাব অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন করা।

৬. সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের বেহাত হওয়া ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য একটি পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা।

আদিবাসীদের মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৪

(১৯ পৃষ্ঠার পর)

সুপারিশমালা:

১. সুনির্দিষ্ট সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) ঘোষণা করেও অগ্রাধিকারভিত্তিতে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়নে যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্তকৃত ১৩টি সংশোধনী প্রস্তাবের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন করা।

২. সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করে বেদখল হওয়া ভূমি পুনরুদ্ধার করা।

৩. সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও আদিবাসী নারী ও কন্যা শিশুদের বিরুদ্ধে শারীরিক নির্যাতন বন্ধ করা এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা।

৪. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

৫. নিয়মিতভাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক আদিবাসীদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্ত করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ভূমি অফিসগুলোই আদিবাসীদের ভূমি দখলের অন্যতম আখড়া

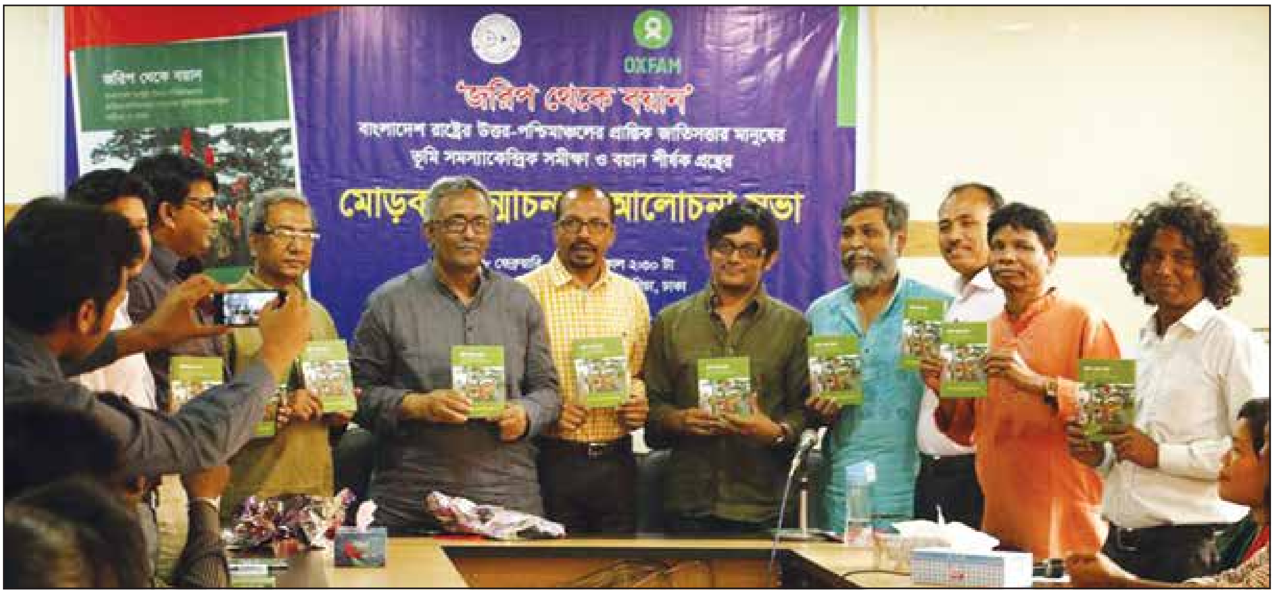

● কাপেং ডেস্ক >

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, শনিবার বিকালে জাতীয় আদিবাসী পরিষদের উদ্যোগে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রান্তিক জাতিসত্তার মানুষের ভূমি সমস্যাকেন্দ্রিক সমীক্ষা ও বয়ান শীর্ষক 'জরিপ থেকে বয়ান' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

'জরিপ থেকে বয়ান' গ্রন্থের সারমর্ম উপস্থাপন করেন ড. মাহমুদুল সুমন, সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন হরেন্দ্রনাথ সিং, সাংগঠনিক সম্পাদক (ঢাকা অঞ্চল), জাতীয় আদিবাসী পরিষদ।

জরিপ থেকে বয়ান গ্রন্থের অন্যতম একজন লেখা সংগঠক ও সম্পাদক এবং জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন এর সভাপতিত্বে মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনাব সাঈদ ফেরদৌস। তিনি বলেন, জরিপ থেকে বয়ান বইটিতে আদিবাসীরা তাদের জমি হারানোর কারণগুলো এবং এই জমিগুলো কারা দখল করেছে তার উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে সহজেই ভূমিদস্যুদের চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সদিচ্ছার অভাবেই এটি সম্ভব হচ্ছে না এবং অনেক সময় রাষ্ট্রই আদিবাসীদের জমি দখল করছে।

আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফজলে হোসেন বাদশা এমপি বলেন, সারাদেশের আদিবাসীদের উপর অর্থনৈতিক শোষণ চলছে। আদিবাসীদের জমি হারিয়ে যাচ্ছে, আদিবাসীদের গ্রামে বিদুৎ নেই। দেশের শোষক শ্রেণী আদিবাসীসহ শোষিত বঞ্চিত মানুষদের উলঙ্গভাবে শোষণ করছে। আদিবাসীদের ভূমি দখলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমি অফিসগুলোই দুর্নীতির প্রধান আখড়া।

তিনি আরো বলেন, আমি যে গ্রামে থাকি সে গ্রামের নাম হড় গ্রাম (সাঁওতালরা নিজেদের 'হড়' নামে পরিচিতি দিয়ে থাকে)। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় সেখানে আজ কোন হড় (সাঁওতাল) নাই। যারা আদিবাসীদের ভূমি দখল করছে সেসব ভূমিদস্যুরা দস্যুই, তারা যে দলেরই হোক না কেন, তাদের কোন রাজনৈতিক চরিত্র থাকতে পারেনা। তিনি সমতলের আদিবাসীদের ভূমি রক্ষার জন্য সমতল ভূমি কমিশন গঠন করার দাবি জানান এবং বলেন যে ১৯৫০ সালের প্রজাস্বত্ত আইনের ৯৭ ধারা সরকার যদি খুব কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করে তাহলে সমতলের কমপক্ষে ৩০ ভাগ আদিবাসীদের জমি রক্ষা পাবে।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বলেন, আদিবাসীদের ভাষায় 'শোষণ' শব্দের কোন প্রতিশব্দ নেই। অথচ আজকে এই আদিবাসীরাই সবচেয়ে বেশি শোষণের শিকার। আদিবাসীরা জীবনে জীবন মেলাবার চেষ্টা করলেও সরকার এখনো আন্তরিক হতে পারেনি। তিনি সরকারকে আদিবাসীদের অধিকারের প্রশ্নে আন্তরিক ও ইতিবাচক দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানান।

জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যাই প্রধান সমস্যা। জাতীয় আদিবাসী পরিষদ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সমতলের আদিবাসীদের ভূমি কমিশনের দাবিটিকে প্রধান দাবি হিসেবে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন পরে বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে এই ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিলেও এখন পর্যন্ত সরকার সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের কোন প্রক্রিয়া শুরু করেনি।

ড. মাহমুদুল সুমন 'জরিপ থেকে বয়ান' গ্রন্থের সারমর্ম উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক

>> ভূমি অফিসগুলোই আদিবাসীদের ভূমি: পৃষ্ঠা ১৫

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১৪তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত
আদিবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন এবং মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত

● কাপেং ডেস্ক >

২০ এপ্রিল থেকে ১ মে ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১৪তম অধিবেশন। ২০ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্কে এই ফোরামের ১৪তম অধিবেশন উদ্বোধন করেন জাতিসংঘ মহাসচিবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ওহ হংবো।

উদ্বোধনী অধিবেশনে অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন সাধারণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট সাম কুটেসি, জাতিসংঘের ডেপুটি আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জান ইলিয়াসন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট মারিয়া ইম্মা ভেলেজ।

এই অধিবশনের শুরুতে আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সদস্য মেগান ডেভিসকে ১৪তম অধিবেশনের চেয়ারপার্সন হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

উদ্বোধনী বক্তব্যে জাতিসংঘ মহাসচিবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ওহ হংবো বলেন, বর্তমান সময়ে এই স্থায়ী ফোরাম বিশ্বব্যাপী আদিবাসীদের অধিকার এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে আদিবাসীদের সম্পর্ক জোরদারকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এপ্রসঙ্গে তিনি ২০০৭ সালে আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণা পত্র, ২০১৪ সালে সাধারণ পরিষদের আদিবাসী বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ২০১৪ সালে আদিবাসী বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে আদিবাসীদের সম্মান ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য দেয়া সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে। এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘ সদস্য রাষ্টসমূহকে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করে যাবে।

তিনি আরো আশা প্রকাশ করেন এ বছরে জাতিসংঘের ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন কর্মসুচিতেও আদিবাসীদের অবস্থা ও অধিকারসমূহ জোরালোভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সাধারণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেষনের প্রেসিডেন্ট সাম কুটেসি বলেন, আদিবাসী বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক প্রতিশ্রুত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আদিবাসী এবং রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান, সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে। আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণা পত্রে ঘোষিত অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অধিবেশনের অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ও রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সম্প্রদায়, জাতিসংঘ এবং আদিবাসীদের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা ও সেতুবন্ধন রচনার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আদিবাসীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারসহ সম্মান ও মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য একটা ভিত্তি রচিত হবে।

জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামের এইবারের ১৪তম অধিবেশনে বাংলাদেশ থেকে আদিবাসী প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেন। পার্বত্য রাঙামাটি আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদার জাতিসংঘের এই অধিবেশনে আদিবাসী পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য আদিবাসী প্রতিনিধিরা হলেন এশিয়া অঞ্চল থেকে ফোরামের অন্যতম সদস্য ও চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়, মঙ্গল কুমার চাকমা, এডভোকেট বিধায়ক চাকমা, উজানা লারমা, পল্লব চাকমা, সমরজিত সিনহা প্রমুখ।

বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ থেকে সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এ অধিবেশনে যোগ দেন।

আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের দাবিতে বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের (BIWN) সংবাদ সম্মেলন

● **কাপেং ডেস্ক** >

গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৫, সকাল ১১:০০টায় বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক এর উদ্যোগে 'বাংলাদেশে আদিবাসী নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্র ২০১৪' ও আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির গোল টেবিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সদস্য সচিব চঞ্চনা চাকমার সঞ্চালনায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের যুগ্ম আহ্বায়ক চৈতালী ত্রিপুরা। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রাখি দাস পুরকায়স্থ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিস বিভাগের শিক্ষক সাবিহা ইয়াসমিন রোজী, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের সমন্বয়কারী দিলারা রেখা, কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সমন্বয় কমিটির সদস্য রাখি ম্রং, পার্বতী রায়, বন্যা কুজুর, সুজয়া ঘাগ্রা এবং ইওডঘ এর ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী সিলভিয়া খিয়াং প্রমুখ।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাখি দাস পুরকায়স্থ বলেন, সারাদেশের আদিবাসী নারীদের উপর সহিংসতা খুবই নিন্দনীয় এবং সহিংসতা বন্ধে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। আদিবাসী নারীদের উপর অপরাধ সংগঠনের পর অপরাধীদের দায়মুক্তি সংস্কৃতি অপরাধীদের আরো অপরাধ সংগঠনে উৎসাহিত করছে। সংবিধান অনুযায়ী দেশের নাগরিক হিসেবে আদিবাসী নারীদের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদও আদিবাসী নারী সংগঠনগুলোর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে নারীদের অধিকার আদায়ে আন্দোলন করছে।

সাবিহা ইয়াসমিন রোজী বলেন, সহিংসতার শিকার আদিবাসী নারীদের মেডিকেল পরীক্ষার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিকভাবে পুনবার্সন সমানভাবে জরুরি। এক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব তাদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে পুনবার্সন এবং পাশাপাশি অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা।

দিলারা রেখা বলেন, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংবাদ সম্মেলনে যে আদিবাসী নারীদের উপর সহিংসতা চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অতিদ্রুত এর বিরুদ্ধে দেশের প্রগতিশীল নাগরিক সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এ ধরনের ঘটনা যাতে বন্ধ হয় তার জন্য সরকারকে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

আদিবাসী নারী অধিকার আন্দোলনের নেতা রাখি ম্রং বলেন, জাতিগত সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে আদিবাসী নারীরা বিভিন্ন জায়গায় সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে। সাংস্কৃতি ভিন্নতা, ভূমি

>> আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তা : পৃষ্ঠা ২০

কাপেং বুলেটিন
জানুয়ারি - এপ্রিল ২০১৪। সংখ্যা ০৫। ৪র্থ বর্ষ

কাপেং ফাউন্ডেশন, সালমা গার্ডেন, বাড়ি # ২৩/২৫, সড়ক # ৪, শেখেরটেক, পিসি কালচার হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : (৮৮০ ২) ৮১৯০৮০১, ই-মেইল: kapaeeng.foundation@gmail.com ওয়েবসাইট : www.kapaeeng.org কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

সহযোগিতায় : মানুষের জন্য manusher jonno promoting human rights and good governance

মূল্য : ২০ টাকা